

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
[ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)]

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
(ইএসএমএফ-এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক)

সূচীপত্র:

#	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.০	ভূমিকা	
১.১	আর্থিক খাত সহায়তা প্রকল্প (এফএফএসপি)	
১.২	ইএসএমএফ প্রস্তুতকরণের পটভূমি	
১.৩	ইএসএমএফ'র উদ্দেশ্য	
১.৪	ইএসএমএফ এর সামগ্রিক কাঠামো	
২.০	পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষানীতি পরিপালনের জন্য যা যা দরকার	
২.১	বাংলাদেশে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের অবকাঠামো	
২.১.১	জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২	
২.১.২	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ), ১৯৯৫ (২০০২ সালে সংশোধিত)	
২.১.৩	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি (ইসিআর) ১৯৯৭ (২০০৩ সালে সংশোধিত)	
২.১.৪	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়া	
২.২	বাংলাদেশে সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামো	
২.৩	বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি	
২.৩.১	পরিবেশ পর্যালোচনার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের নীতি ওপি ৪.০১	
২.৩.২	বিশ্বব্যাংকের প্রযোজ্য পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডসমূহ	
২.৩.৩	জনগণের সাথে পরামর্শ এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের চাওয়া	
২.৪	বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত যাচাই	
২.৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ইআরএম) গাইডলাইন	
৩.০	প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব	
৪.০	ইএসএমএফ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	
৪.১	বাংলাদেশ ব্যাংকের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	
৪.২	পিএফআই-গুলোর বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	
৪.৩	বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	
৫.০	ইওএস ক্রীনিং এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ	
৫.১	ইওএস ক্রীনিং এর উদ্দেশ্যসমূহ	
৫.২	সাব-প্রজেক্টের উপযুক্ততা ক্রীনিং	
৫.২.১	নিষিদ্ধ বিনিয়োগ কার্যক্রম তালিকা	
৫.২.২	প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নের জন্য অনুপযুক্ত চুক্তিসমূহ	
৫.৩	ইওএস ঝুঁকি ক্রীনিং এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ	
৫.৪	উপ-প্রকল্পগুলোকে শ্রেণীভুক্ত করার শর্তাবলী	

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

৬.০		ইএন্ডএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়া	
	৬.১	স্বাণ আবেদন	
	৬.২	যাচাই বাছাই এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ	
	৬.৩	"নিম্ন" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন	
	৬.৪	"মধ্যম" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন	
	৬.৫	"উচ্চ" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন	
	৬.৬	"উচ্চতর" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন	
৭.০		পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন	
	৭.১	গ্রাহক কর্তৃক ইওএস অগ্রগতির প্রতিবেদন	
	৭.২	পিএফআই কর্তৃক পোর্টফোলিও'র পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান	
	৭.৩	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইওএস নিরীক্ষণ ও রিপোর্ট	
	৭.৪	অসন্তোষ নিরসনের পদ্ধতিসমূহ	
৮.০		জনমত যাচাই/পাবলিক পরামর্শ	
৯.০		ইএসএমএফ এর প্রসারণ/প্রচারণা পদ্ধতি	
১০.০		প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সুরক্ষা ক্ষমতার উন্নয়ন	

১.০ ভূমিকা:

বাংলাদেশ সরকার প্রবৃদ্ধি অর্জন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে "আর্থিক খাত সহায়তা প্রকল্প (ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি)" এর মাধ্যমে আর্থিক বাজার কাঠামোর বিকাশ, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং এর পাশাপাশি রপ্তানীকারক ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এর ফলে রপ্তানীকারক ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক চাহিদা পূরণ করার জন্য সহজশর্তে এবং দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়ন বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দীর্ঘমেয়াদী ক্রেডিট লাইনের সম্ভাব্যতা তুলে ধরা হবে এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার আন্তর্জাতিক মান সম্পূর্ণরূপে মেনে রপ্তানি ও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি খাতের পূর্ণমাত্রার সম্প্রসারণ ও অপরিপূর্ণ-বিনিয়োগ থেকে সৃষ্ট ক্ষতি (বা সুযোগ ব্যয়) হ্রাসকরণের মাধ্যমে এই খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যাবে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে নির্দিষ্ট লেনদেনগুলো চিহ্নিত করা হবে। একটি "পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো" (এনভায়রনম্যান্টাল এন্ড সোশাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক - ইএসএমএফ) প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই প্রকল্পের কার্যকলাপ এবং লেনদেনগুলো যাচাই করা হবে যাতে করে কোন বিরূপ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব না পড়ে তা নিশ্চিত করা যাবে। এই ইএসএমএফ এফএসএসপি এর অর্থায়নে কোন উপপ্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব, ঝুঁকি ও ফলাফলের ব্যবস্থাপনার নীতি, পদ্ধতি, ভূমিকা ও দায়িত্বকে সংজ্ঞায়িত করে একটি রূপরেখা তৈরি করবে। এই ইএসএমএফ এর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে:

- (১) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে যে লেনদেনগুলো এফএফএসপি এর অর্থায়নে হচ্ছে না তার তালিকাসহ উপপ্রকল্পসমূহের যাচাই বাছাই;
- (২) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নির্ধারণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের শ্রেণীকরণ;
- (৩) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা ও নির্ধারণ পদ্ধতি;
- (৪) সাধারণ প্রভাব এবং প্রাসঙ্গিক প্রশমন ব্যবস্থা;
- (৫) উপপ্রকল্পসমূহের পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া এবং
- (৬) জনমত সংগ্রহ, যাচাই এবং তা প্রচারের প্রক্রিয়া

এছাড়াও, ইএসএমএফ জাতীয় ও বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা মেনে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন তা তুলে ধরবে।

১.১ আর্থিক খাত সহায়তা প্রকল্প (এফএফএসপি):

আর্থিক বাজারের অবকাঠামোর উন্নয়নসাধন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই এফএফএসপি প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্প চারটি কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত:

- (১) আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ
- (২) নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- (৩) দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে সহায়তাকরণ
- (৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তদারকি

কম্পোনেন্ট ১: আর্থিক বাজারের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

কম্পোনেন্ট ১ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সিবিএসপি) এর অভিজ্ঞতার আলোকে আর্থিক বাজারের অবকাঠামোর অধিকতর উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত ৪টি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করতে হবে:

- (১) অর্থ প্রদান এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- (২) ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
- (৩) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর সিস্টেমকে শক্তিশালীকরণ যাতে এটি অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সিস্টেমের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে;
- (৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সুশাসন এবং আইটি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ; বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং আর্থিক শিল্পের আইটি সিকিউরিটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অর্জনের মাধ্যমে আর্থিক খাতের অবকাঠামো শক্তিশালী হবে:

- (১) ইলেকট্রনিক লেনদেন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধিকরণ;
- (২) ক্ষুদ্র ঋণ খাতের ঋণ-সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি এবং ক্রেডিট রিপোর্ট সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকতর ভাল ঋণঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- (৩) বিএফআইইউ এর কার্যকরিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ,
- (৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা এবং বলিষ্ঠতা বৃদ্ধিকরণ।

কম্পোনেন্ট ২: নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ

প্রকল্পের এই কম্পোনেন্ট প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইন শক্তিশালী করার মাধ্যমে সংস্কার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে এবং সরকারী মালিকানাধীন যেসব ব্যাংকগুলো পুরো আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার ঝুঁকির কারণ সেইসব ব্যাংকগুলোসহ সব ব্যাংককেই নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবে। এই কম্পোনেন্ট শক্তিশালী প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইন প্রণয়ন এবং ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাসেল-৩ পরিপালনের প্রস্তুতি সহজতর করবে।

কম্পোনেন্ট ৩: দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে সহায়তা

এই কম্পোনেন্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই)^১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে, বিশেষত রপ্তানীখাতের দীর্ঘ মেয়াদী (গড়ে পাঁচ বছরের জন্য) অর্থায়ন করবে। মূলত উৎপাদন খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এই অর্থায়ন করা হবে। এছাড়াও এই কম্পোনেন্ট অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (পিএফআই) এবং সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি একটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বাজার সৃষ্টি করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানীশিল্প খাতের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদণ্ডের উন্নয়ন ঘটিয়ে ঋণঝুঁকি হ্রাস করা যাবে। এই ফান্ডের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নতুন মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীতে অর্থায়ন করা হবে। এছাড়াও বিদ্যমান যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত) জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কম্পোনেন্ট ৪: প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধান

এই কম্পোনেন্ট "এফএফএসপি সেল" নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট-কে প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সক্ষমতা তৈরী এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে। এর মধ্যে মূলত দুটি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথা:

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা তৈরী
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

^১ পিএফআই-র মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১.২ ইএসএমএফ প্রস্তুতকরণের পটভূমি

ইএসএমএফ প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। এই আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ও সামাজিক সক্ষমতা, ঘাটতি এবং তা পূরণের জন্য কি প্রয়োজন সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিবিএসপি সেল, গ্রীণ ব্যাংকিং, সিএসআর এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসন ডিপার্টমেন্ট এবং এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইআরএম (এনভায়নমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট) গাইডলাইন পরিপালন করছে এমন কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতামত নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ইএসএমএফ পরিপালিত হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের এমন প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথেও আলোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য শিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও মতামত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইএন্ডএস এর প্রয়োজনীয়তা এবং তা পরিপালনের ব্যাপারে স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়াও এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল।

উল্লেখ্য ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেন্‌দেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি) এবং ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের কারণে বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ সুরক্ষানীতির সাথে পরিচিত। একটি টেকসই ব্যাংকিং অবকাঠামো তৈরী এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে দক্ষ ও কার্যকরভাবে এটিকে (অর্থাৎ গ্রীণ ব্যাংকিং, সিএসআর এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে) সফলভাবে একীভূত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ৪ঠা এপ্রিলে গ্রীণ ব্যাংকিং, সিএসআর এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসন ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১১ সালে জারিকৃত ইআরএম গাইডলাইন সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক করা হয়, যার বাস্তবায়ন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এই গাইডলাইনটি বর্তমানে আইএফসি-এর অর্থায়নে সংশোধিত হচ্ছে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে ধারণা পেতে আইএফসি'র সংশ্লিষ্ট টিমের সাথে আলোচনা করা হয়। আইএফসি কর্তৃক দুটি নেতৃস্থানীয় বেসরকারী ব্যাংকের উপর পরিচালিত অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয় যে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনতিবিলম্বে পরিবেশ সুরক্ষানীতির দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরী করতে হবে।

অপ্রতুল সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও গ্রীণ ব্যাংকিং, সিএসআর এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুসন ডিপার্টমেন্ট উৎপাদন খাতে পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে অর্থায়ন প্রসারে লক্ষণীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তবে, এক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা তৈরীর জন্য ব্যাপক সহযোগীতা প্রয়োজন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ধারণাসমূহ এই ইএসএমএফ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছে।

১.৩ ইএসএমএফ'র উদ্দেশ্য:

প্রস্তাবিত এফএফএসপি প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ৩ এর অধীনে বাস্তবায়িতব্য সকল উপপ্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানের জন্য সাধারণ নীতিমালা, নির্দেশাবলী এবং পদ্ধতি নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ইএসএমএফ প্রস্তুত করা হয়।

ইএসএমএফ'র সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সহায়তা নিশ্চিত করা:

- এই উপ-প্রকল্পসমূহ স্বাণগ্রহীতাদের সাথে আলোচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষতঃ যারা এর দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত বা লাভবান হবে তাদের সাথেও আলোচনা করা হয়েছে।
- উপ-প্রকল্পের গঠন এবং পরিচালন পর্যায়ে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ কি হতে পারে তা প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়নের সময় চিহ্নিত করা হয় এবং তার সমাধানের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ, তত্ত্বাবধান পরিকল্পনা ইত্যাদি নির্ধারণপূর্বক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ঠিক করা হয়।
- শ্রম ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্পসমূহ বাছাই করা হয়।
- উপ-প্রকল্পসমূহ বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ম, নীতি (যেমন, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি ১৯৯৭) পরিপালন করবে।

১.৪ ইএসএমএফ এর সামগ্রিক কাঠামো:

এফএফএসপি'র অধীনে উপপ্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং প্রাসঙ্গিক নথিসমূহ প্রস্তুতিকরণের জন্য প্রাথমিকভাবে ঋণগ্রহীতা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ইএসএমএফ অনুযায়ী, ঋণগ্রহীতা প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ (ইএসএমএফ-এ দেওয়া ছক অনুযায়ী) একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রস্তুতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, পিএফআই-গুলো উপপ্রকল্প পর্যালোচনা করবে এবং এই ইএসএমএফ অনুযায়ী প্রতিটি উপপ্রকল্পের "পরিবেশগত ও সামাজিক" দিক বিশেষভাবে বাছাইয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এই বাছাই প্রক্রিয়ায় জাতীয় নীতিমালা এবং বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষানীতির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিও বিবেচনায় নেয়া হবে। বাছাই প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা ও ছক এই ইএসএমএফ-এ দেয়া থাকবে।

এই ইএসএমএফ-এ পর্যবেক্ষণ, তদারকি ও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করা হয়েছে। যেকোন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের ক্ষেত্রে কি উপায়ে প্রতিকার করা হবে তাও এখানে উল্লেখ থাকবে।

পিএফআই-গুলোর সক্ষমতা গড়ে তুলতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে সহায়তা করার জন্য এই প্রকল্পের আওতায় ইএন্ডএস কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও উপ-প্রকল্পে ইএন্ডএস সংক্রান্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা নিয়োগ করা হবে।

২.০ পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষানীতি পরিপালনের জন্য যা যা দরকার:

২.১ বাংলাদেশে পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের অবকাঠামো

পরিবেশগত ও সামাজিক (ইএন্ডএস) নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোটি দেশের বিদ্যমান নিয়মনীতি, আইন এবং নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর আলোকে প্রণীত। বাংলাদেশে বিদ্যমান পরিবেশ নীতি ১৯৯২, পরিবেশগত সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (ইসিএ-৯৫) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ (ইসিআর-৯৭) এর আলোকে এই পরিবেশ সুরক্ষানীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয় (এমওই) এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) ইসিএ-৯৫ ও ইসিআর-৯৭ কার্যকর করা জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

২.১.১ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২

বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ নীতি (জিওবি, ১৯৯২) ১৯৯২ সালের মে মাসে অনুমোদিত হয় এবং অন্যান্য খাতের সংশ্লিষ্ট নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে একটি মৌলিক পরিবেশগত অবকাঠামো নির্ধারণ করা হয়। পরিবেশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১. পরিবেশের সুরক্ষা এবং উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সামগ্রিক উন্নয়ন বজায় রাখা,
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে দেশকে রক্ষা,
৩. পরিবেশ দূষণের কারণগুলো চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণ করা,
৪. সকল ক্ষেত্রে সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা
৫. প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘ মেয়াদী এবং সুসম ভিত্তি নিশ্চিত করা এবং
৬. সক্রিয়ভাবে সব আন্তর্জাতিক পরিবেশ উদ্যোগের সঙ্গে যতটা সম্ভব সহযোগী হওয়া।

২.১.২ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (ইসিএ), ১৯৯৫ (২০০২ সালে সংশোধিত)

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রাথমিকভাবে ইসিএ-৯৫ (সংশোধিত ২০০২) ব্যবহার করে থাকে। এই মূল আইনের মধ্যে পরিবেশের সংরক্ষণ, মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং তার প্রতিকার সংক্রান্ত আইন-কানুনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত এই আইনটিই মূলত প্রচলিত।

এই আইনের প্রধান বিধানগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিচে দেয়া হল:

- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ বিপন্ন করে এমন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা বা স্থগিত করা।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গমন কারী যানবাহন সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ।
- পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান।
- প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের নির্গমন অনুমোদনে বিধি নিষেধ আরোপ।
- বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাতাস, পানি, শব্দ ও মাটির গুণগত মান ঘোষণা।
- বর্জ্য নির্গমন ও নিঃসরণের মাত্রা ঘোষণা।
- পরিবেশগত নীতিমালাসমূহ নির্ধারণ ও ঘোষণা।

২.১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধি (ইসিআর) ১৯৯৭ (২০০৩ সালে সংশোধিত)

ইসিএ-৯৫ আইনটির কার্যকর প্রয়োগের জন্য এই আইনেরই আলোকে ইসিআর-৯৭ বিধিটি জারি করা হয়। ইসিআর-৯৭ উল্লেখ আছে-

১. চারপাশের বায়ু, জল, বিভিন্ন ধরনের শিল্প-বর্জ্যের প্রবাহ, নির্গমন, শব্দ দূষণ, যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমন ইত্যাদির জন্য জাতীয় পরিবেশগত গুণমান,
২. পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি, এবং
৩. শিল্পসংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য উন্নয়নের জন্য দরকারি হস্তক্ষেপ অনুযায়ী আইইই/ইআইএ এর প্রয়োজনীয়তা।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

বাংলাদেশে পরিবেশগত কার্যক্রমের মান জারীকৃত ইসিআর-৯৭'র আলোকে নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে তরল বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য, বায়বীয় নির্গমন ইত্যাদির পরিমাণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। এছাড়াও তরল কিংবা কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রে জৈবরাসায়নিক অক্সিজেন, রাসায়নিক অক্সিজেন, বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা ইত্যাদির সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে ফেনল, সায়ানাইড, তামা, দস্তা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদির সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বায়ুর গুণগত নির্গমনের মান বলতে বুঝায় বিভিন্ন প্রকার বস্তুকণা, সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ এবং কিছুক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল জৈব পদার্থসমূহের সহনীয় মাত্রাকে।

ইসিআর-৯৭ অনুযায়ী একটি শিল্প ইউনিট বা প্রকল্পকে সবুজ, কমলা-এ, কমলা-বি এবং লাল হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ইসিআর-৯৭ এর তফসীল-১ এ কোন শিল্প বা প্রকল্প কোন শ্রেণীর আওতাধীন তার তালিকা করা আছে।

২.১.৪ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়া

ইসিআর-৯৫ এর ৭(৩) ধারা এবং ইসিআর-৯৭ অনুযায়ী বিদ্যমান শিল্পের ক্ষেত্রে এবং ইসিআর-৯৭ এর ৭ নং ধারা ও তফসীল-১ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) বাধ্যতামূলক। যদিও এই বিধি মহাপরিচালককে (ডিজি, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান) বিশেষ বিবেচনায়, যদি উপযুক্ত মনে করেন, "স্থানগত ছাড়পত্র" ব্যতিরেকেও আবেদনকারীকে 'পরিবেশগত ছাড়পত্র' দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেছে।

ইসিএ-৯৫ পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান এবং নিয়ন্ত্রণের উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়। ইসিআর-৯৭ এ ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ মান সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর দ্বারা প্রকাশিত "শিল্পের জন্য ইআইএ নির্দেশিকা"-তে পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) পাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ঋণগ্রহীতাকে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসের পরিচালক / উপ-পরিচালক বরাবর একটি চিঠিসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। ঐ আবেদনে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, ইআইএ প্রতিবেদন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (এনওসি), সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য প্রশমন পরিকল্পনা, 'ট্রেজারী চালান' এর মাধ্যমে যথাযথ ফি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত তথ্য, এর সমর্থনে দলিলাদি, বা অন্যান্য অতিরিক্ত উপকরণের জন্য অনুরোধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ইসিআর-৯৭ এ উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে আবেদনের ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে "স্থানীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র (এলসিসি)" ইস্যু করতে হবে, কিংবা প্রকল্প প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণসহ লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাতে হবে। উক্ত এলসিসি এক বছরের জন্য কার্যকর থাকবে এবং মেয়াদপূর্তির ৩০ দিন পূর্বে পুনরায় নবায়ন করতে হবে।

"সবুজ" শ্রেণীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ অপেক্ষাকৃত দূষণ মুক্ত বলে মনে করা হয় এবং এই জন্য সবুজ শ্রেণীর সকল বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রকল্পগুলোকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসিসি) দেয়া হয়।

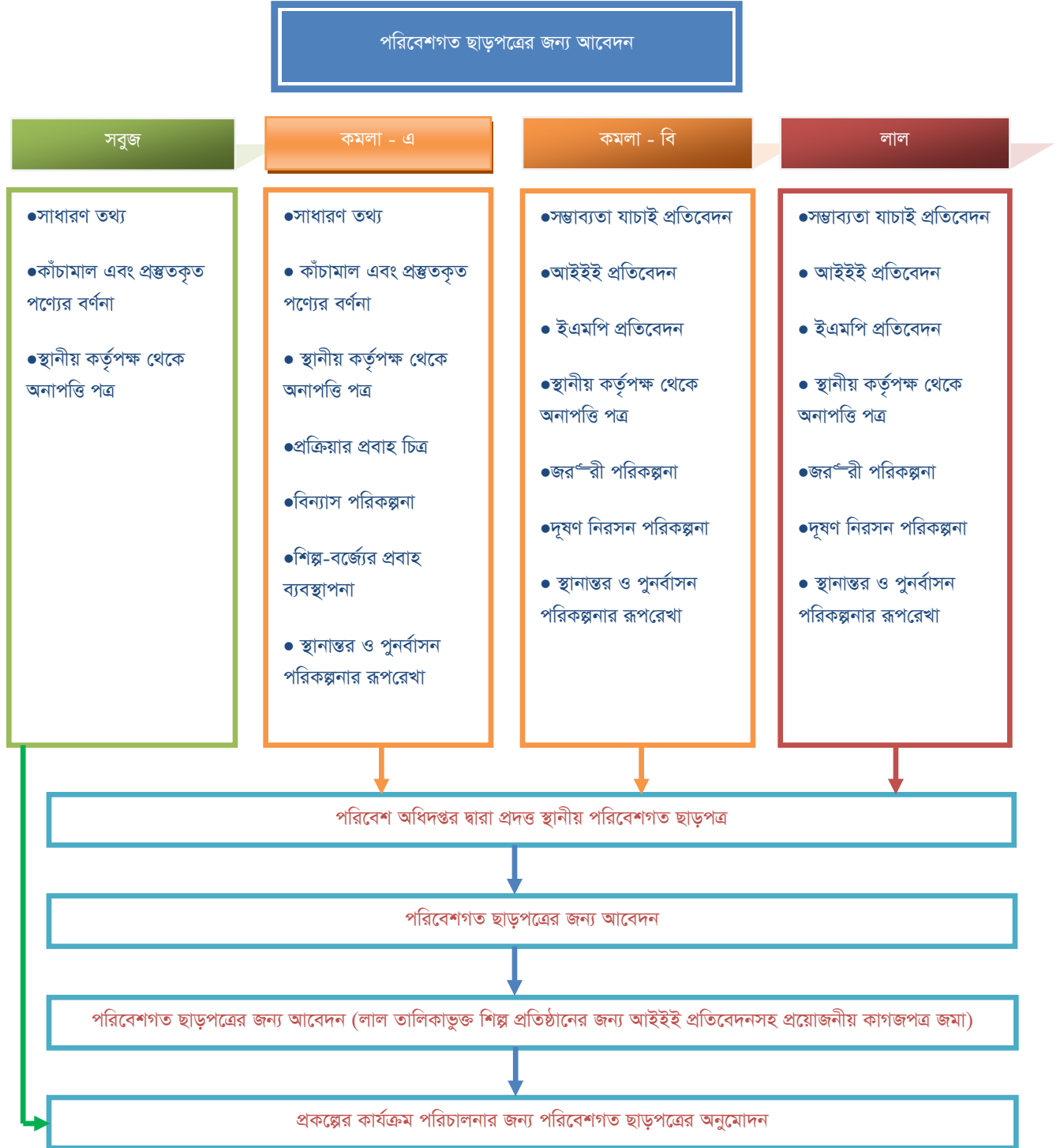
কমলা শ্রেণীর শিল্পকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় মধ্যে পড়ে। "কমলা-এ" শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহকে ছাড়পত্র পেতে আবেদনপত্রের সাথে সাধারণ তথ্যাবলী, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, প্রক্রিয়া প্রবাহ চিত্র এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবাহ চিত্র অন্তর্ভুক্ত করে জমা দিতে হয়। আর "কমলা-বি" শ্রেণীভুক্ত শিল্পসমূহকে আবেদনের সাথে উপর্যুক্ত তথ্যাদির সাথে একটি প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষার (আইইই) প্রতিবেদনও জমা দিতে হয়।

"লাল" শ্রেণীভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ 'লক্ষণীয় প্রতিকূল' পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এই জন্য তাদের ইআইএ রিপোর্ট জমা দিতে হয়। উল্লেখ্য, আইইই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাদের প্রাথমিকভাবে এসসিসি দেয়া হয়, এবং পরবর্তীতে ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের পাশাপাশি সম্ভাব্যতা যাচাই রিপোর্ট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি উপস্থাপনের ভিত্তিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেয়া হয়।

ইসিআর-৯৭ অনুযায়ী "কমলা বি" এবং "লাল" শ্রেণীভুক্ত সমস্ত বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ/প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রস্তুতপূর্বক (আইইই কিংবা ইআইএ নয়) অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ আবেদন করতে হবে।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

বাংলাদেশে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার প্রক্রিয়া চিত্র ২.১ এ দেওয়া হল।



চিত্র ২.১: পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ইসি সার্টিফিকেট প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

২.২ বাংলাদেশে সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামো:

বাংলাদেশে সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামো গত কয়েক দশকের মধ্যে প্রণীত সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে এ্যাকুইজেশন এন্ড রিকুইজেশন অব ইম্যুভেবল প্রপার্টি অর্ডিন্যান্স ২ (১৯৮২, ১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় জমি অধিগ্রহণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের (সিএইচটি) জেলাসমূহে জমি কিংবা বনাঞ্চল অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) নীতি (১৯৫৮), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এবং বন আইন (১৯২৭) ইত্যাদি মেনে চলতে হবে।

এই প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র কারখানার মালিক কর্তৃক ন্যায্যদামে ক্রয়কৃত বিদ্যমান যন্ত্রপাতির (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতিসাধন হবে এমন) উন্নয়নের এবং প্রসারণের জন্য অর্থায়ন করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় কোন জমি অধিগ্রহণ কিংবা মানুষের (শারীরিক বা

অর্থনৈতিক) স্থানচ্যুতি অনুমোদন করা হবে না। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোন নীতি এই উপপ্রকল্পসমূহতে প্রয়োগ করা হবে না। তাছাড়া এই প্রকল্প শিল্প এলাকায় বাস্তবায়িত হবে এবং স্থানীয় জনগণের কোন ক্ষতিসাধন হবে না। সুতরাং এই প্রকল্পের সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামো মূলত শ্রমমানের উপর আলোকপাত করবে।

বাংলাদেশ সরকার কারখানা আইন (১৯৬৫) এবং সংশ্লিষ্ট কারখানা বিধি (১৯৭৯) চালু করেছে। নিরাপত্তা বিষয়ে কারখানা আইন ও বিধির চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে কিভাবে যন্ত্রপাতি, প্রেসার ভেসেল, শিল্প-প্রক্রিয়ায় নিরাপদে কাজ করা যায়।

২০০৬ সালে জারীকৃত নতুন শ্রম আইনটি পূর্বের কারখানা আইন (১৯৬৫) এবং সংশ্লিষ্ট কারখানা বিধি (১৯৭৯)-কে প্রতিস্থাপিত করেছে। এই আইন শ্রমিক নিয়োগ, নিয়োগকর্তার সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কর্মরত অবস্থায় আহত হলে তার ক্ষতিপূরণ, শ্রমিক সংঘের গঠন, এবং স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ, কর্মপরিবেশ, শিক্ষানবিশ শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিরোধের সমাধান সংক্রান্ত পূর্বের আইন সংশোধন এবং সমন্বয় করেছে। এই আইন মোটামুটি আগের কারখানা আইন ও বিধির উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারখানার বাইরেও বিস্তৃত করা হয়েছে। পুরাতন কারখানা আইন, ১৯৬৫ এ বর্ণিত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নতুন শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধ্যায় ৫ (স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা), অধ্যায় ৬ (নিরাপত্তা), অধ্যায় ৭ (স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ বিধান) এবং অধ্যায় ৮ (শ্রমিক কল্যাণ)।

পূর্বে কারখানা আইনের আওতায় কারখানার মধ্যে সংঘটিত অপরাধের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলা পরিচালনা করা হতো। এখন ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী সকল অভিযোগ কিংবা মামলা শ্রম আদালতে পরিচালিত হতে হবে। আঘাত কিংবা মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন কর্মকাণ্ডের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধান (৩০৯ ধারা) রেখে এই নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

অতীতে শুধুমাত্র কারখানা পরিদর্শক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করতে পারত। এখন, এই অধিকার আরও বেশি সংখ্যক মানুষের মাঝে বিস্তৃত হয়েছে।

২.৩ বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি:

এই প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংক সুরক্ষা নীতি প্রযোজ্য। স্টেকহোল্ডারদের বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ থেকে সৃষ্ট বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবেশ নীতিসমূহকে সন্নিবেশিত করে এই সুরক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিসমূহ মেনে চলার ফলে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের প্রকল্পসমূহের উন্নয়ন ও কার্যকারিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণ এবং পরিবেশকে অযাচিত ক্ষতি থেকে সুরক্ষা এবং এর প্রশমন করাই এই নীতিসমূহের উদ্দেশ্য। এই সুরক্ষা নীতিসমূহ প্রণয়ন করাই হয়েছে প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য। বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বিশ্বব্যাংক এর অফিসিয়াল ওয়েব সাইট (www.worldbank.org) এ পাওয়া যাবে।

এফএসএসপি প্রকল্পের অর্থায়নের প্রতিটি প্রকল্প ও উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিসমূহ মেনে চলতে হবে।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

কম্পোনেন্ট ৩ (দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নে সহায়তাকরণ) এর অধীনে সুবিধাভোগী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকবে যা থেকে কিছু নেতিবাচক পরিবেশগত অথবা সামাজিক প্রভাব ও ঝুঁকি তৈরী হতে পারে। যোগ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আবেদন পাওয়ার পর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের সময়ই কেবল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহের সঠিক প্রকৃতি, অবস্থান, মাত্রা এবং পরিধি সম্পর্কে জানা যাবে। তবে আশা করা যায়, উপপ্রকল্পসমূহের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব গৌণ, স্থানীয় এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে যা সাধারণ পদক্ষেপ কিংবা পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেই দূর করা যেতে পারে।

এই ইসএমএফ প্রণয়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতি পরিপালন করার প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে।

বিশ্ব ব্যাংকের ১০টি পরিবেশগত, সামাজিক এবং আইনগত সুরক্ষানীতি রয়েছে। যেহেতু এফএসএসপি'র আওতায় উপপ্রকল্পসমূহ বায়ু, জল, ভূমি, জননিরাপত্তা, প্রাকৃতিক আবাসস্থল, বনজসহ বিভিন্ন পরিবেশগত প্রভাব তৈরী করতে পারে, সুতরাং এই ক্ষেত্রে পরিবেশ পর্যালোচনার উপর বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.০১ প্রয়োগ করা হবে। যেহেতু এই প্রকল্পের নকশানুযায়ী কোন জমি অধিগ্রহণ কিংবা স্থানীয় আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এইক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকের প্রাকৃতিক আবাসভূমি সংক্রান্ত নীতি ওপি ৪.০৪, আদিবাসী সংক্রান্ত নীতি ওপি ৪.১০ এবং বন সংক্রান্ত নীতি ৪.৩৬ প্রযোজ্য হবে না।

২.৩.১ পরিবেশ পর্যালোচনার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের নীতি ওপি ৪.০১

বিশ্বব্যাংকের ঋণদান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সম্ভাব্য নেতিবাচক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা, এড়ানো এবং প্রশমিত করার জন্য ওপি ৪.০১ কে মূল রক্ষাকবচ নীতি মনে করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে পরিবেশগত মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নতি করা, যে সমস্ত বিবেচনার অধীন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক এবং টেকসই কিনা তা নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঠিকভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা। ওপি ৪.০১ উল্লেখ আছে যে, বিনিয়োগ প্রকল্পের পরিবেশগত সঠিকতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা সাফল্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির লক্ষ্য হল এটা নিশ্চিত করা যে, ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়িত প্রকল্পগুলো পরিবেশগত দিক থেকে সঠিক ও টেকসই এবং সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবসমূহ যথাযথ বিশ্লেষণপূর্বক আরও ভাল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এটা নিশ্চিত করা।

যদি প্রকল্প এলাকায় কোন নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব এবং ঝুঁকির উদ্ভব হয় তাহলে এই নীতি কার্যকর হবে। ওপি ৪.০১ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রাকৃতিক পরিবেশ (বায়ু, পানি ও ভূমি); জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক সম্পদ; আন্তঃসীমান্ত এবং বিশ্বপরিবেশের উপর প্রভাবসমূহ। ওপি ৪.০১ এর মাধ্যমে শুরুতেই প্রকল্পের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করে তা মূল্যায়ন, হ্রাস এবং প্রশমন করা হয়।

২.৩.২ বিশ্বব্যাংকের প্রযোজ্য পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডসমূহ:

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের জন্য ব্যক্তিগত প্রকল্পসমূহের আবেদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের যে সকল পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডসমূহ প্রযোজ্য সেগুলো আইএফসি'র আটটি পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডগুলো থেকে ("বিশ্বব্যাংকের পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড" হিসেবে) গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে, বেশির ভাগ ঋণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য ওপি ৪.০৩/পিএস১ এবং শ্রম ও কর্মপরিবেশের জন্য ওপি ৪.০৩/পিএস২ প্রযোজ্য হবে।

প্রযোজ্য বিশ্বব্যাংকের পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডগুলো সংক্ষেপে নিচে দেওয়া হল:

সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি - পিএস১: পিএস১-এ (১) প্রকল্পের ই ও এস প্রভাব, ঝুঁকি, এবং সুযোগ সনাক্ত করার জন্য সমন্বিত পর্যালোচনার; (২) যে সকল বিষয়সমূহ স্থানীয় জনগণকে সরাসরি প্রভাবিত করে সে সকল বিষয়সমূহের প্রকাশ এবং সেই সকল বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; এবং (৩) প্রকল্পকালে ই ও এস কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অংশগ্রহণকারী পিএফআইগুলো অন্যান্য দায়িত্বশীল সরকারী সংস্থা এবং উপযুক্ত তৃতীয় পক্ষের সমন্বয়ে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি ও প্রভাব মোকাবেলার জন্য যথাযথ সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রণয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে যেসব উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হচ্ছে: (ক) নীতি; (খ) ঝুঁকি এবং প্রভাব সনাক্তকরণ; (গ) ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (ঘ) সাংগঠনিক সক্ষমতা এবং যোগ্যতা; (ঙ) জরুরী পরিস্থিতি জন্য প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া; (চ) স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; এবং (ছ) পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা।

শ্রম ও কর্মপরিবেশ-পিএস২: পিএস২ এ শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মীবাহিনী একটি মূল্যবান সম্পদ, এবং একটি সুষ্ঠু কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক একটি কোম্পানির টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি সুষ্ঠু কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক স্থাপন এবং লালন করতে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের দায়িত্ব ও অঙ্গীকার দুর্বল করে দিতে পারে, এবং একটি প্রকল্পকে বিপন্ন করে দিতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি গঠনমূলক কর্মী-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের মাধ্যমে, সব শ্রমিকদের সমানভাবে বিবেচনা করলে এবং তাদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করলে তারা কর্মক্ষমতা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দৃশ্যমান সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। এই পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডের প্রয়োজ্যতা সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি এবং প্রভাব সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার সময় নিরূপিত হয়েছে। এই পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড বজায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম বাস্তবায়ন করা হবে ক্লায়েন্ট এর সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (ইএসএমএস) মাধ্যমে যার উপাদানগুলো পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড-১ এ বর্ণিত আছে। এই পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ড আবেদনের সুযোগ নির্ভর করে গ্রাহক এবং কর্মীদের মধ্যে কর্মক্ষেত্রের সম্পর্কের উপর। এটা গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত সরাসরি শ্রমিক, প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ডের জন্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য নিয়োজিত চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক এবং সেই সাথে গ্রাহকের এর প্রধান সরবরাহকারী কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

২.৩.৩ জনগণের সাথে পরামর্শ এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের চাওয়া:

সকল বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পে জনগণের সাথে পরামর্শ এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের শর্তাবলী মেনে চলতে হয়। বিনিয়োগ পর্যায়ের এইসব ব্যাপারগুলি ওপি ৪.০১ এ উল্লেখ করা হয়েছে (যেখানে স্পষ্টাকারে বলা আছে যে, প্রত্যেক বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রণয়নের সময় সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের সাথে শলা-পরামর্শ করতে হবে এবং প্রকল্প প্রস্তাবটি বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের পূর্বেই ইএসএ-সহ অন্যান্য সুরক্ষা সংক্রান্ত দলিলাদি যথাযথভাবে এবং যথাযথ ভাষায় উন্মুক্ত স্থানে প্রকাশ করতে হবে যাতে সবাই দেখতে পায়)। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য প্রকাশ নীতি (ওপি ১৭.৫০) তে আরও বলা আছে, যদি গোপনীয়তার যৌক্তিক কোন কারণ না থাকে, তাহলে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি ও দলিলাদি অবশ্যই উন্মুক্ত স্থানে প্রকাশ করতে হবে।

এইসব শর্তের কারণে এই খসড়া ইএসএমএফ দলিলটি বাংলা সংস্করণসহ মন্তব্যের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.bangladesh-bank.org) এবং বিশ্বব্যাংক এর ইনফোশপ (Infoshop) দুই জায়গাতেই প্রকাশ করা হবে। সেই সাথে খসড়া ইএসএমএফ দলিলটির হার্ড কপি বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাখতে হবে। এছাড়াও ডিসেম্বর **, ২০১৪ তারিখে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এই প্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। এই ইএসএমএফ চূড়ান্ত করে প্রকাশ করার পূর্বে খসড়া ইএসএমএফ-টি একটি কর্মশালায় আলোচনা করতে হবে।

২.৪ বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত যাচাই:

বিশ্বব্যাংকের সব প্রকল্পগুলোকে ধারণ, অবস্থান, সংবেদনশীলতা এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাবের মাত্রা, প্রকৃতি, বিস্তারের ভিত্তিতে এ, বি, সি এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়ন, কর্মী এবং বাজেট নির্ধারণের করা হয় এই ভাগ অনুযায়ী।

“এ” ভাগের লেনদেন: যেসব ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব খুবই নেতিবাচক, সংবেদনশীল, বিভিন্নরকম বা অভূতপূর্ব হয় এবং যার প্রভাব প্রকল্প এলাকার দৃশ্যমান এলাকা থেকেও বেশি বিস্তৃত হয় তা এই ভাগের অন্তর্গত হবে।

“বি” ভাগের লেনদেন: এই ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশগত বা সামাজিক ঝুঁকি “এ” ভাগের চেয়ে কম প্রতিকূল এবং সীমিত, এর প্রভাব প্রকল্প এলাকাতৈই সীমাবদ্ধ এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য হবে যা সহজেই শনাক্ত করে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশনা (ইএইচএসজি) বা যেকোন সাধারণ পদক্ষেপ কিংবা পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমেই দূর করা যেতে পারে।

“সি” ভাগের লেনদেন: এক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি ততটা নেই এবং এইজন্যই প্রকল্প যাচাইয়ের পর আর কোন পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনা করা হয় না।

২.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ইআরএম) গাইডলাইন

২০১১ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি) এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (ইআরএম) নির্দেশিকা প্রস্তুত করে। পরিবেশগত ঝুঁকি যে ঋণের ঝুঁকির একটি প্রধান নিয়ামক এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক যথেষ্ট গুয়াকিবহাল এবং তাই তারা অর্থায়ন সুযোগ নির্ধারণে পরিবেশগত ঝুঁকির বিষয়টি মাথায় রেখে একটি ঝুঁকি ভিত্তিক পদ্ধতি প্রস্তুত করে। এটা স্বাভাবিক যে, সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নীতিগতভাবে এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ও নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতে হবে:

(ক) ঋণ দান নীতি ও পদ্ধতিতে এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কে অন্তর্ভুক্ত করা।

(খ) এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর সাথে যুক্ত কর্মীদের সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ প্রদান, সক্ষমতা তৈরি ও তাদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা।

(গ) সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের পরিবেশগত ঝুঁকির সম্ভবনা আছে এমন বিষয়সমূহের মোকাবেলায় সক্ষম করে এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর জন্য একটি গঠনমূলক রূপরেখা প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের বোর্ড সভায় এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বারা উপরে উল্লিখিত নীতি ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক ভিত্তিতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কার্যকরভাবে তার কর্মপদ্ধতিতে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করার জন্য একটি শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২০১১ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক এই নির্দেশিকাটি বাধ্যতামূলক করে।

এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নির্দেশিকা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশগত ঝুঁকি মূল্যায়ন, শ্রেণীকরণ এবং চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে এবং যথাযথ পরিপালন পদ্ধতি যাচাইয়ের জন্য ১০ টি খাতভিত্তিক তালিকা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) সম্পর্ক ভিত্তিক ব্যাংকিং / বিপন্ন: পরিবেশগত ঝুঁকি শনাক্তকরণ এবং এর মোকাবেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন,

(খ) ঋণ প্রদান সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: পরিবেশগত ঝুঁকি একীভূতকরণ,

(গ) ঋণ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ: পরিবেশগত ঝুঁকি অঙ্গীকার একত্রিতকরণ,

(ঘ) ঋণ প্রদান তত্ত্বাবধান: পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনা ও যাচাইকরণ,

(ঙ) ঋণ প্রদান পর্যবেক্ষণ: পরিবেশগত ঝুঁকি পর্যবেক্ষণকরণ,

(চ) পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে বিরূপশ্রেণিকৃত ঋণসমূহের তালিকা প্রণয়ন,

(ছ) প্রতিবেদন ব্যবস্থা।

এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নির্দেশিকাটি বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং সামাজিক ঝুঁকির কারণসমূহ এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে, নতুন এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নির্দেশিকাটি পূর্ণাঙ্গভাবে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবকে প্রশমন করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও নির্দেশিকাটি সামাজিক ঝুঁকির সঙ্গে ঋণের ঝুঁকি একীভূত করে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উপরন্তু, এই নির্দেশিকাটি সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরবে।

২০১৫ সালের জুন মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক এর এই নতুন নির্দেশিকা জারি করার কথা।

প্রকাশ করার পূর্বে এই এনভায়রনমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নির্দেশিকাটি নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে এবং প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত হালনাগাদ করা যেতে পারে।

৩.০ প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব:

প্রাথমিকভাবে আর্থিক খাত সহায়তা প্রকল্প বাংলাদেশের রপ্তানীকারকদের নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি ও বিদ্যমান কারখানার উন্নয়ন ও বিস্তৃতি সাধনের উপর জোর দিবে। বড় মাপের অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে এই উপ-প্রকল্প জড়িত থাকবে না। তাছাড়া উপ-প্রকল্প জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণ এর সাথেও জড়িত হবে না। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গৃহীত উপ-প্রকল্প দ্বারা কোন প্রকার অযাচিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি হবে না।

প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক আর্থ-সামাজিক সুবিধা অর্জন করা যাবে এবং এই সুবিধাগুলি সর্বাধিক করার জন্যই এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

আশা করা যায় যে, উপ-প্রকল্পসমূহ কারখানার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর ফলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অর্থের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। আর্থিক খাত সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অর্জিত অধিকতর ও উন্নত উৎপাদন ক্ষমতার পাশাপাশি সম্পদের আরও দক্ষ ব্যবস্থাপনা অর্জন ও পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা সম্ভব হবে।

যেহেতু এখন পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল উপ-প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা যায়নি, তাই তাদের সঠিক প্রভাবও চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি। তবে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত মূল প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ:

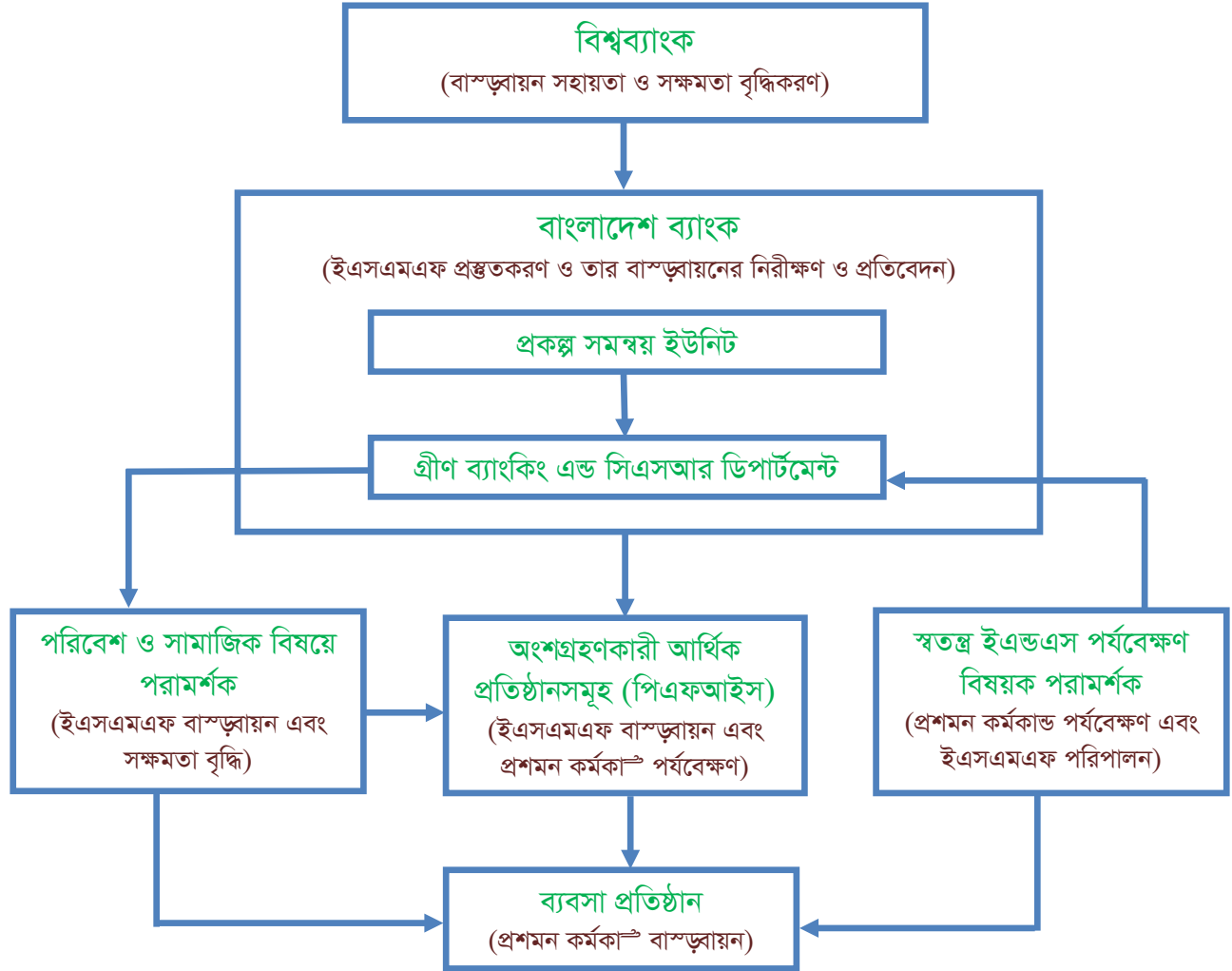
- অপরিবর্তিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- রাসায়নিক ও বিপজ্জনক পদার্থসমূহের অপরিবর্তিত ব্যবহার
- জ্বালানি দহনের ফলে বিষাক্ত বায়ু নির্গমন
- সম্পদ এর অতিব্যবহার ও অবকাঠামোর উপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি

যেহেতু প্রকল্প কোন জমি অধিগ্রহণ বা মানুষের (শারীরিক বা অর্থনৈতিক) স্থানচ্যুতি অনুমোদন করে না, সেহেতু ওপি ৪.১২ (অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন) প্রযোজ্য হবে না বলে আশা করা যায়। তাছাড়া যেহেতু প্রকল্পের কাজ শিল্পাঞ্চল ও কারখানা পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাই কোন আদিবাসী বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে না এবং ওপি ৪.১০ (আদিবাসী সম্প্রদায়) প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং এই প্রকল্পের ফলে শ্রমমান ও লিঙ্গ সমস্যা দ্বারাই সামাজিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

যেহেতু অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (পিএফআই) মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে (প্রধানত উৎপাদন শিল্পের) অর্থ সহযোগিতা দেওয়া হবে, তাই ওপি ৪.১০ (পরিবেশগত মূল্যায়ন) অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পটিকে এফ-১ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪.০ ইএসএমএফ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন পদ্ধতি চিত্র ৪.১ এ উপস্থাপন করা হলো:



চিত্র ৪.১: প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

৪.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালক (পি ডি) হিসাবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালক বা সমতুল্য কাউকে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক এ অবস্থিত প্রকল্প সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) কে নেতৃত্ব দিবেন। বর্তমান সিবিএসপি সেল, যেটি আইডিএ'র অর্থায়নে ২০১২ সালে সমাপ্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সিবিএসপি) এর পিসিইউ হিসেবে কাজ করেছিল, এই প্রকল্পের পিসিইউ হিসেবে কাজ করবে এবং এই সেলকে "এফএসএসপি সেল" হিসেবে নামকরণ করা যেতে পারে।

কম্পোনেন্ট ৩ (দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে সহায়তাকরণ) এর জন্য, একজন যুগ্ম পরিচালক কম্পোনেন্ট নেতা (সিএল) হিসেবে কাজ করবে। এই কম্পোনেন্ট নেতা (সিএল) প্রকল্পের এই কম্পোনেন্টের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সমন্বয় সাধন করবেন।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং এবং সিএসআর ডিপার্টমেন্ট (জিবিসিএসআরডি) এই প্রকল্পের ই ও এস ব্যবস্থাপনার জন্য মূল ইউনিট হিসেবে কাজ করবে এবং পিসিইউ'র সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং এবং সিএসআর ডিপার্টমেন্ট (জিবিসিএসআরডি) কে ইএসএমএফ বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি বহু বিষয়ে পারদর্শী পরামর্শক (ইএসসি) নিয়োগ করা হবে।

ইএসসি এর প্রাসঙ্গিক কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এবং অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীদের স্বচ্ছ ধারণা আছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ইএসএমএফ-এ প্রদত্ত রূপরেখা অনুযায়ী স্বতন্ত্র পরিবেশগত মূল্যায়ন (ইএ) কিংবা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) লাগবে কিনা সেটা নিরূপণসহ যদি কোন পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব থাকে তা নিরূপণ করার জন্য অনুসন্ধান পর্যায়ে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদান;
- ইএসএমএফ অনুযায়ী উপপ্রকল্পের কর্মকান্ডের পরিবেশগত ও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা পর্যালোচনা এবং তা প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করা;
- প্রকল্পের কর্মীদের এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে, তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং তাদের আরও বেশী দায়িত্বশীল করে তুলতে বছরে অন্ততঃ দুইবার কর্মশালা কিংবা সেমিনারের আয়োজন করা ও তার প্রস্তুতি নেয়া।

সংযুক্তি ৬ এ একজন পরিবেশগত ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগের জন্য একটি টিওআর উপস্থাপন করা হলো।

ইএসএমএফ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের (এম ও ই) জন্য একটি স্বাধীন ই ও এস পর্যবেক্ষণ সংস্থা (আইইএসএমএ) নিয়োগ করা হবে। এই সংস্থা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামগ্রিক পরিবেশগত ও সামাজিক কর্মকান্ড মূল্যায়নের পাশাপাশি তারা ইএসএমএফ মেনে চলছে কিনা তাও নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে।

আইইএসএম এর প্রাসঙ্গিক কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ইএসএমএফ বাস্তবায়নের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) প্রস্তুত করা।
- উপ-প্রকল্পের বিবরণ সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং ইএসএমএফএর বিন্যাস ও নির্দেশাবলী অনুসরণ করে ইউএলবি'র দ্বারা উপ-প্রকল্পের ইএন্ডএস এর বাছাই সঠিকভাবে সম্পন্ন করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে ইএমপি'র শর্তাবলী পূরণ করা।
- উপ-প্রকল্পের পরিবেশ ও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তার প্রশমন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, কার্যকারিতা ইত্যাদি তুলে ধরা।

সংযুক্তি ৭ এ একজন পরিবেশগত ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক সংস্থা নিয়োগের জন্য একটি টিওআর উপস্থাপন করা হলো।

৪.২ পিএফআই-গুলোর বাস্তবায়ন ব্যবস্থা:

অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো (পিএফআই) যোগ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের লেনদেনে সহযোগীতা করার জন্য এই ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থায়ন করবে। অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অযোগ্য কার্যক্রমের একটা তালিকা করে, পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুগুলোর প্রভাব, ধরন, প্রযোজ্য নীতি এবং এই প্রভাব মোকাবেলার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ঠিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা নির্ধারণ করে এই প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করবে। তাছাড়াও পিএফআই-গুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়ন নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং পরিপালন সংক্রান্ত রিপোর্ট পিসিইউ-কে নিয়মিতভাবে প্রদান করবে।

পিএফআই গুলো বিশেষতঃ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করবে:

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

- এই প্রকল্পের অধীনে যেসব ক্রিয়াকলাপ করা যাবে না সেসবের তালিকা (বিভাগ ৫.২.১ এ উল্লেখিত) মেনে চলা
- ঋণের জন্য আবেদনকারী তার আবেদনে সঠিকভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিগুলি চিহ্নিত করেছে কি না (৬.১ বিভাগে উল্লেখিত) এবং তা মোকাবেলা করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির বাস্তবায়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা বোঝার জন্য প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতে হবে।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো ইএসএমএফ যথাযথভাবে পরিপালন করেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং এই সংক্রান্ত কর্ম পরিকল্পনা (যথা: ইএসএমপি) প্রণয়ন করা
- প্রকল্পের আওতায় অর্থায়িত কোন কর্মকান্ড সংক্রান্ত উদ্ভূত অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য ইএসএমএফ অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা
- ইএসএমএফ বাস্তবায়ন বিষয়ে জিবিসিএসআরডি-কে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট জমা দেয়া
- এফএসএসপি অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত কোন সামাজিক, শ্রম, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বা পরিবেশ সংক্রান্ত কোন ঘটনা, দুর্ঘটনা, সমস্যা বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত হলে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে জিবিসিএসআরডি-কে অবহিত করা।
- এই ঋণ কার্যক্রমের অধীনে প্রস্তাবিত কার্যাবলি দেশে বিদ্যমান পরিবেশ সংক্রান্ত সকল জাতীয় আইন এবং নিয়মকানুন মেনে হচ্ছে তা নিশ্চিত করা। যদি কোন আবেদনকারী জানায় যে, প্রয়োজনীয় অনুমোদন বা লাইসেন্স এখনো পায় নি তবে পিএফআই তাকে ঋণ অনুমোদনের পূর্বেই তাকে অনুমোদন বা লাইসেন্স সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবে। প্রকল্প তত্ত্বাবধানে সময় জিবিসিএসআরডি (ইএসসি'র মাধ্যমে) নিশ্চিত করবে যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সব লেনদেনের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মকানুন পরিপালন করেছে।

ইআরএম'র শর্তানুযায়ী, পিএফআই-গুলোকে তাদের ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে গ্রীণ ব্যাংকিং শর্তগুলো মেনে চলবে আশা করা যায়। এফএসএসপি'র অধীনে ইএসএমএফ বাস্তবায়নের জন্য একই সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহৃত হবে। এফএসএসপি-তে অংশগ্রহণের জন্য পিএফআই-গুলো তাদের নিয়মিত কর্মীদেও কিংবা পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শক যুক্ত করতে পারবে।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের কার্যক্রম যোগ্যতার মাপকাঠিগুলো পূরণ করেছে, বিশেষ কোন সুরক্ষা পদ্ধতি (যথা- ইএসএমপি) সহ যে কোন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মোকাবেলা করা হবে।

৪.৩ বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা:

পিসিইউ এবং পিএফআই-গুলোর সক্ষমতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ইএসএমএফ বাস্তবায়নের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। জিবিসিএসআরডি নিয়মিতভাবে বিশ্বব্যাংককে প্রকল্পের এই সংক্রান্ত অগ্রগতি রিপোর্ট করবে।

৫.০ ইওএস ক্রীনিং এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ

বাংলাদেশে বিদ্যমান ইওএস নিয়ন্ত্রক কাঠামোর ব্যবহারযোগ্য বিধানসমূহ এবং বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ নীতিসমূহ (সূত্র বিভাগ-২) অনুসরণপূর্বক এফএসএসপি^২র আওতায় বাস্তবায়নতব্য সাব-প্রজেক্টসমূহের ইওএস পরিমাপ পরিচালনা করতে হবে। এ সকল বিধানসমূহের ভিত্তিতে জলবায়ুগত পরিমাপের আবশ্যিক শর্তসমূহ সাব-প্রজেক্টসমূহের শ্রেণীবদ্ধকরণের উপর নির্ভর করে। নিম্নোক্ত বিভাগসমূহ ক্রীনিং এপ্রোউচ্ এবং সাব-প্রজেক্টসমূহের বিভাগায়নের উপর নির্দেশিকা প্রদান করে।

৫.১ ইওএস ক্রীনিং এর উদ্দেশ্যসমূহ

পিএফআই এর নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে ইওএস ক্রীনিং এপ্রোউচ্ সহায়তা করবে :

- প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের উপযুক্ততা বিচারের জন্য ক্রীনিং।
- ইওএস প্রভাবসমূহ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এফএসএসপি কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট সাব-প্রজেক্টের প্রযোজ্যক্ষেত্রে প্রকল্পের জীবনচক্রের শুরুতে অথবা পিএফআই-এর প্রকল্পে প্রবেশ এ বিষয়ে পরিমাপ।
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কর্তৃক প্রকাশিত ব্যবহারযোগ্য ইওএস সংক্রান্ত দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ।
- ঝুঁকি ও সম্ভাব্য প্রভাব সমূহের ভিত্তিতে চুক্তির জলবায়ুগত শ্রেণীবদ্ধকরণ নির্দিষ্ট করা।
- জলবায়ুগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে, প্রয়োজন হলে, প্রতিটি চুক্তির জন্য নির্দিষ্ট দলিল/পরিকল্পনার মাধ্যমে সাব-প্রজেক্টসমূহের ইওএস এর আইনী পরিপালন নিশ্চিত করা।
- আইনী পরিপালন নিশ্চিত ও ইওএস সম্পর্কিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণকে প্রভাবিত এবং বাধ্য (প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে) করা।

ইএসএমএফ অনুযায়ী পিএফআই প্রতিটি প্রস্তাবিত চুক্তির ইওএস সম্পর্কিত ঝুঁকি শ্রেণীবদ্ধকরণ করবে। সাব-প্রজেক্টের উপযুক্ততা ও সংশ্লিষ্ট ইওএস সম্পর্কিত অনুভূত ঝুঁকি বিবেচনা করে শ্রেণীবদ্ধকরণ করতে হবে। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.২ সাব-প্রজেক্টের উপযুক্ততা ক্রীনিং

এফএসএসপি^২র আওতায় কিছু কিছু কারবার অর্থায়নের যোগ্য হবে না। এরূপ বর্জনসমূহ নিম্নোক্ত অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.২.১ নিষিদ্ধ বিনিয়োগ কার্যক্রম তালিকা

পিএফআই তার কাছে কোন সাব-প্রজেক্ট অর্থায়নের জন্য আসলে প্রথমেই প্রকল্প অব্যাহতির তালিকা (পরিশিষ্ট -১ দেখুন) অনুযায়ী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট পণ্যসমূহের উৎপাদন কিংবা প্রস্তুতকরণের কাজে যুক্ত আছে কি না তা নির্ধারণ করবে।

উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত অব্যাহতিসমূহ সংযুক্ত করবে :

- ক্ষতিকর বা শোষণমূলক জোরপূর্বক শ্রম^৩/ক্ষতিকর শিশুশ্রম^৩ যুক্ত উৎপাদন ও কার্যক্রম।
- ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক ক্রান্তীয় আর্দ্র বনে বানিজ্যিকভাবে গাছকাটা কার্যক্রম।
- পরিবেশবান্ধবভাবে পরিচালিত বনসমূহ ব্যতীত বনের মধ্যে উৎপাদন বা বানিজ্য অথবা অন্যান্য বনজ পণ্যসমূহ উৎপাদন।

^২ জোরপূর্বক শ্রম বলতে বোঝায় স্বেচ্ছায় সম্পাদিত নয় সকল কাজ বা সেবা, যা কোন হতে ব্যক্তি হতে শক্তি বা শান্তির হুমকির মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে।

^৩ ক্ষতিকর শিশুশ্রম বলতে বোঝায় শিশুদের নিয়োগদান যা অর্থনৈতিকভাবে শোষণমূলক, শিশুর শিক্ষা সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ বা হস্তক্ষেপ করা, বা শিশুর স্বাস্থ্য বা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, বা সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।

৫.২.২ প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নের জন্য অনুপযুক্ত চুক্তিসমূহ

সাব-প্রজেক্টসমূহের ইওএস প্রভাব নির্বিশেষে প্রকল্প অর্থায়নের জন্য কিছু কিছু চুক্তিকে অনুমতি দেয়া হবে না। এফএসএসপি^৪র আওতায় অর্থায়নের উপযুক্ততার জন্য প্রাথমিকভাবে একটি সাব-প্রজেক্টকে শিল্পাঞ্চলসমূহের বা শিল্পাঞ্চল মনোনীত এলাকার বাইরে অবস্থিত কারখানা পরিবেশ^৪ সম্বলিত এলাকাসমূহের মধ্যে অবস্থিত হতে হবে। যে সকল কারখানা এরূপ আবশ্যিক শর্তসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ হবে তারা এফএসএসপি^৪র আওতায় অর্থায়ন গ্রহণের জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এফএসএসপি^৪র আওতায় অর্থায়ন এমন কোন কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে না যার পরিনতি/ফলাফল নিম্নলিখিত বিষয়গুলো হবেঃ

- জমি অধিগ্রহণ (সরাসরি সম্পত্তি ক্রয় এবং প্রবেশের অধিকার অর্জন, যেমন - পথাধিকার বা রাস্তা অধিকার, উভয়ই অন্তর্ভুক্ত)।
- মানুষের শারীরিক (স্থানান্তর বা আশ্রয় ক্ষতি) অথবা অর্থনৈতিক (সম্পদের ক্ষতি বা সম্পদে প্রবেশের ক্ষতি যার ফলাফল সরূপ আয়ের উৎসের ক্ষতি বা জীবনধারণের অন্যান্য উপায়ের ক্ষতি) উৎখাত।

উপরন্তু, প্রকল্পের নকশার প্রতি দৃষ্টিরেখে এফএসএসপি^৪র আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমে অর্থায়ন করা যাবে না :

- অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ/বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি উপরে < ১০ মেগাওয়াট (পেট কোক, এইচএফও, ডিজেল এবং অন্যান্য সকল জ্বালানী)।
- প্রচলিত ক্ষতিজনক বর্জ্য, স্টোরেজ ট্রিটমেন্ট ও ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটিস্^৫ (সিএইচএসটিডিএফ)।
- প্রচলিত ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস্^৬ (সিইটিপি)।

৫.৩ ইওএস ঝুঁকি ক্রীনিং এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ

জলবায়ুগত পরিমাপন প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ক্রীনিং যার মাধ্যমে বিবেচ্য চুক্তিকে চারটি শ্রেণীর একটিতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে (উচ্চ, সঙ্গতি সম্পন্ন, পরিমিত, নিম্ন)। এই শ্রেণীবদ্ধকরণ পরবর্তী ইওএস পরিমাপন ও উপশনের আবশ্যিক শর্তসমূহের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। ইহা প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু চুক্তিসমূহ সনাক্ত করবে যেগুলোর অব্যাহতির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকূল প্রভাব এড়াতে বা কমাতে এবং ব্যয়বহুল ও সময় গ্রাসকারী পদ্ধতি ও বিশেষায়িত সমস্যাগুলোকে অপচয় হতে রক্ষা করবে। প্রভাবসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ উপায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সরলতম উপায় হচ্ছে প্রভাবসমূহের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং যেখানে প্রয়োজন, প্রভাবের মাত্রার যোগ্যতা যেমন সর্বনিম্ন, সঙ্গতি সম্পন্ন, গুরুত্বপূর্ণ বা উচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। প্রভাব বা ঝুঁকির মাত্রা পরিমাপনের ক্ষেত্রে ধরণ, স্থান, সংবেদনশীলতা এবং প্রজেক্টের আকার/স্কেল বিবেচনায় আনা সঠিক হবে। সে অনুযায়ী সম্ভাব্য জলবায়ুগত ও সামাজিক ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ ধার্য করতে হবে।

ঝুঁকি শ্রেণীবদ্ধকরণকালে একটি বিবেচনা যোগ্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে প্রভাবটি প্রতিবর্তনযোগ্য কি না, এবং তা হলে, উদ্ধারের হার। জাতীয় আইনগত আবশ্যিক শর্তসমূহ ও বিশ্বব্যাংকের রক্ষাকবচ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঝুঁকি ও প্রভাবসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঋণ গ্রহীতার সামর্থ্য ও অঙ্গিকারও বিবেচনায় নিতে হবে।

ইএসএমএফ অনুযায়ী পিএফআই প্রস্তাবিত প্রতিটি সাব-প্রজেক্টের (অর্থাতঃ ঋণ আবেদন বিষয়ক কার্যক্রম) ইওএস ঝুঁকি শ্রেণীবদ্ধকরণ করবে। শ্রেণীবদ্ধকরণের নির্বাচন নিম্নবর্ণিত তাৎপর্য/নিহিতার্থসমূহ বহন করবে (অধ্যায় ৫.৪ এ আরো বিস্তারিত দেখুন) :

উচ্চ ঝুঁকি যুক্ত কারবার : এ জাতীয় কারবার সমূহের সম্ভব ইওএস প্রভাবসমূহ অত্যন্ত প্রতিকূল যা সংবেদনশীল, বিচিত্র বা অপ্রত্যাশিত^৭, অথবা ভৌত কর্মকাণ্ড সাপেক্ষে কারবারসমূহের ফলাফলসমূহ নির্ধারিত স্থানের অনেক দূরবর্তী স্থানসমূহ বা সুবিধা-সুযোগ কে প্রভাবিত করে।

^৪ কারখানা পরিবেশ বলতে বোঝায় এসব কারখানাসমূহ যা শিল্পাঞ্চলের বাইরে অবস্থিত কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে কারখানা প্রস্তুত করার জন্য ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র ও স্থাপনা নির্মাণের অনুমতিসমূহ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

^৫ সিএইচএসটিডিএফ একটি মনোনীত ব্যবস্থা যা একাধিক সুবিধা হতে উদ্ভূত ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণের জন্য শোধন, প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে বা ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য ভস্মীকরণ, বর্জ্য হতে শক্তি সুবিধা; অথবা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য ভস্মীকরণ, কন্টেইন্ড লেভেল অস্তিত্ব হতে পারে।

^৬ সিইটিপি একটি মনোনীত ব্যবস্থা যার এক গুচ্ছ শিল্প কারখানার নিঃসরণ শোধনের জন্য একটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের সংমিশ্রণ আছে।

^৭ সংবেদনশীল, বিচিত্র বা অপ্রত্যাশিত সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ৫.৪ অনুচ্ছেদে দেখুন।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

সঙ্গতি সম্পন্ন ঝুঁকি যুক্ত কারবার : এ জাতীয় কারবার সমূহের সম্ভব ইওএস প্রভাবসমূহ বিলক্ষণ প্রতীকূল তবে কম সংবেদনশীল এবং উচ্চ ঝুঁকি শ্রেণীর চাইতে অধিক সীমিত । তাদের ফলাফলসমূহ স্থান-নির্দিষ্ট এবং অধিকহারে প্রতিবর্তনযোগ্য, যা সহজেই চিহ্নিত করা যাবে এবং স্বীকৃত ভাল পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্বস্ততার সাথে দূরীভূত করা যাবে ।

পরিমিত ঝুঁকি যুক্ত কারবার : এ জাতীয় কারবার সমূহের সম্ভব ইওএস প্রভাবসমূহ পরিমিত প্রতিকূল যা সময়মত হস্তক্ষেপ ও অবিরতভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যৎসামান্য প্রভাবসমেত নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।

নিম্ন ঝুঁকি যুক্ত কারবার : যে সকল সাব-সেক্টরসমূহের এ জাতীয় কারবার সমূহের সম্ভব উচ্চ, সঙ্গতি সম্পন্ন ও পরিমিত ঝুঁকি যুক্ত কারবার সমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুপস্থিত তাদেরকে নিম্ন ঝুঁকি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় । ক্রীনিং পরবর্তী আর কোন এওএস পরিমাপের কাজ এখানে আবশ্যিক নয়, তবে জাতীয় বিধি বিধানের সাথে পরিপালন সত্যাখ্যান করার এবং নিয়মিত পরিপালন পর্যবেক্ষণেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ।

এই প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ঝুঁকি যুক্ত কারবার সমূহের প্রস্তাব দাখিলের সম্ভাবনা খুবই কম । এছাড়াও, এ প্রকল্পের আওতায় এরূপ প্রভাবসমূহ ও উঠতি প্রশমনের উপায়গুলো পরিমাপনের খরচ ও সময় ছোট আকারের ঋণের সুবিধাসমূহের মাত্রাকে সম্ভব অতিক্রম করবে । প্রজেক্ট ক্রীনিং এবং পরিমাপের ফলাফলে অসম্ভাব্য রূপে উচ্চ ঝুঁকি যুক্ত কোন কারবার প্রকল্পের আওতায় অর্থায়নের পরিস্থিতি হলে সম্ভাব্য ফলাফলসমূহ, ঝুঁকি সমূহ এবং অপরপক্ষের সক্ষমতার ভিত্তিতে এরূপ কারবারের উপযুক্ততা নিরূপনে পিএফআই বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং এর সিএসআর বিভাগের সাথে যোগাযোগ করবে ।

৫.৪ উপ-প্রকল্পগুলোকে শ্রেণীভুক্ত করার শর্তাবলী:

পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি অনুযায়ী সব উপযুক্ত প্রকল্পসমূহকে যাচাই বাছাই করে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে । পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নির্ধারণের সময় বাংলাদেশের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ রূপরেখা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা (জানুয়ারী, ২০১১) এবং বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষানীতি বিবেচনা করতে হবে ।

এই প্রকল্পের অধীনে উপ-প্রকল্পসমূহকে শ্রেণীভুক্ত করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় নিতে হবে । সংযুক্তি-২ এ উপপ্রকল্পসমূহকে শ্রেণীকরণের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে ।

<ul style="list-style-type: none"> • যেসব উপ-প্রকল্পের নির্মাণ এবং/অথবা কর্মকান্ড প্রকৃতিতে বহুমুখী, অপরিবর্তনীয় এবং/অথবা নজিরবিহীন পরিবেশগত প্রভাব তৈরী করে (নীচে ব্যাখ্যা দেখুন) 	উচ্চতর ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ড ("উচ্চতর" ভাগ বা "এইচ")
<ul style="list-style-type: none"> • যেসব উপ-প্রকল্পের মধ্যে জাতীয় আইন পরিপালন (পারমিট, লাইসেন্স, অনুমোদন) সম্পর্কিত বিষয় (নিয়মভঙ্গ, জরিমানা ইত্যাদি) রয়েছে • যেসব উপ-প্রকল্প বিদ্যমান পারমিট, লাইসেন্স, অনুমোদন লঙ্ঘন করে • যেসব উপ-প্রকল্প পরিবেশের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরী করে এবং যার জন্য অতিরিক্ত পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় 	উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ড ("উচ্চ" ভাগ বা "এস")
<ul style="list-style-type: none"> • যেসব উপ-প্রকল্পের পারমিট, লাইসেন্স, অনুমোদন ইত্যাদিতে উল্লেখিত শর্তের তুলনায় বিদ্যমান সুবিধায় পার্থক্য রয়েছে • যেসব উপ-প্রকল্পে বিদ্যমান শর্তের চেয়ে বেশী স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি উপাদান রয়েছে • যেসব উপ-প্রকল্প বর্জ্য তৈরি করে বলে বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় • যেসব উপ-প্রকল্পের ই ও এস কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত অভিযোগ রয়েছে 	মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ড ("মধ্যম" ভাগ বা "এম")
<ul style="list-style-type: none"> • অন্যান্য সকল উপ-প্রকল্পসমূহ (যেহেতু এসব উপপ্রকল্প তেমনভাবে পরিবেশ দূষণ করে না বা অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় করে বা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি বৃদ্ধি করে না সেহেতু এইসব উপ-প্রকল্প পরিবেশগত ও সামাজিকভাবে ততটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়) 	নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ড ("নিম্ন" ভাগ বা "এল")

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

“বহুমুখী”, “অপরিবর্তনীয়” এবং/অথবা “নজিরবিহীন” পরিবেশগত প্রভাবের ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হল:

- **বহুমুখী প্রভাবসমূহ:** সেইসকল প্রভাবসমূহ যেগুলো বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ ও সমাজের সংবেদনশীল উপাদানগুলোর উপর পড়ে (স্থানীয় বায়ুর গুণমান নষ্ট হওয়া, মাত্রাতিরিক্ত শব্দ তৈরী, ক্ষতিকর বর্জ্য তৈরী ইত্যাদিসহ সমাজে উৎপাত সৃষ্টিকারী যেকোন কার্যকলাপ)।
- **অপরিবর্তনীয় প্রভাবসমূহ:** সেইসব পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ যেগুলো বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতিতে স্থায়ী এবং যেগুলোর কার্যকর কারণগুলো দূর করলেও প্রভাব পরিবর্তন করা যায় না (যথা: নির্মাণকাজ কিংবা ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন যার কারণে স্থায়ীভাবে প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয় কিংবা পরিযায়ী পাখিদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়)।
- **নজিরবিহীন প্রভাব:** সেইসব প্রভাবসমূহ যেগুলো প্রথমবারের মত ঘটে এবং সেই জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক উপাদানের উপর সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবগুলো এবং তার কার্যকর উপশম ব্যবস্থা সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু জানা যায় না (যেমন, কোন ভৌগোলিক বিপন্ন প্রজাতির কোন প্রাণীকুলের উপর শব্দদূষণের প্রভাব যার সম্বন্ধে পূর্বে কোন গবেষণা হয় নি এবং ঐ প্রজাতির সহনশীলতার মাত্রা ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বে কিছু জানা যায় নি)।

৬.০ ইএন্ডএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

এই ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক খাত সাপোর্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনুচ্ছেদ ৫.৩ এর বর্ণনা অনুযায়ী যাচাই বাছাই এবং শ্রেণীবদ্ধকরণের ভিত্তিতে ইএন্ডএস ঝুঁকি নির্ধারণের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পে ইএন্ডএস মূল্যায়নের জন্য একটি প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা।

প্রকল্পের প্রস্তাবিত সকল লেনদেনের অর্থায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ইএন্ডএস পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে:

- যাচাই বাছাই: প্রস্তাবিত কার্যকলাপে যদি পরিবেশগত বা সামাজিক প্রভাব থাকে তবে সেই প্রভাবের সম্ভাব্য ফলাফল কি হতে পারে?
- কাজের পরিধি নির্ণয়: মূল্যায়নের জন্য প্রধান বিষয়সমূহ কি? প্রকল্পের প্রভাব বিস্তারের ভৌগোলিক এলাকা কতটুকু? কার্যকলাপের কোন পর্যায়ে প্রকল্পের প্রভাবসমূহ প্রকাশিত হতে পারে? প্রকল্পের দ্বারা কি কোন ব্যক্তিবর্গের বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সরাসরি ক্ষতি সাধন হবে? এবং এটি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাদের মতামত এবং উদ্বেগসমূহ গ্রহণ করা উচিত হবে?
- প্রশমন ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন সাধন: ঝুঁকিগুলো কতটা ভালভাবে মোকাবেলা করা যাচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করার সাথে সাথে প্রভাবসমূহের পরিধি, প্রকৃতি; প্রভাব সম্বন্ধে লোকজনের উপলব্ধি, অনুমতির প্রয়োজনীয়তা এবং তা এড়ানো কিংবা প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরামর্শ দান এবং প্রকাশকরণ: সরাসরি প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে প্রকল্প ও তার নানাবিধ প্রভাবের ব্যাপারে অবহিত করে প্রকল্পের নকশা ও তার বাস্তবায়নে তাদের চিন্তা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটানো।

উপ-প্রকল্পটি যেহেতু পূর্ব-প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে এবং নতুন যন্ত্রপাতি অধিগ্রহণের মাধ্যমে কারখানার বিস্তার ও উন্নয়ন সাধন করবে, তাই যাচাই বাছাইয়ের জন্য জরিপ পদ্ধতির অনুসরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঝুঁকি উপশম করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা সনাক্ত করা হয়েছে। নিম্নে ব্যবস্থাগুলো আলোচনা করা হল।

৬.১ ঋণ আবেদন:

ঋণগ্রহীতা (যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঋণের জন্য আবেদন করবে) পিএফআই'র বিবেচনার জন্য নির্ধারিত ফরম্যাটে আবেদন করবে। আবেদনের ই এন্ড এস অংশটি সংযুক্তি-৩ এ দেয়া আছে। পিএফআই-গুলো এই তথ্য ব্যবহার করে প্রাথমিক বাছাই এবং শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্প সম্বন্ধে ধারণা পায়।

ঋণগ্রহীতা (ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান) এবং পিএফআই এর মধ্যে একটি নো-ইউর-ক্লায়েন্ট (কে ওয়াই সি - গ্রাহক পরিচিতি) সভার আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় পিএফআই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ঋণগ্রহীতার নিকট প্রকাশ করবে:

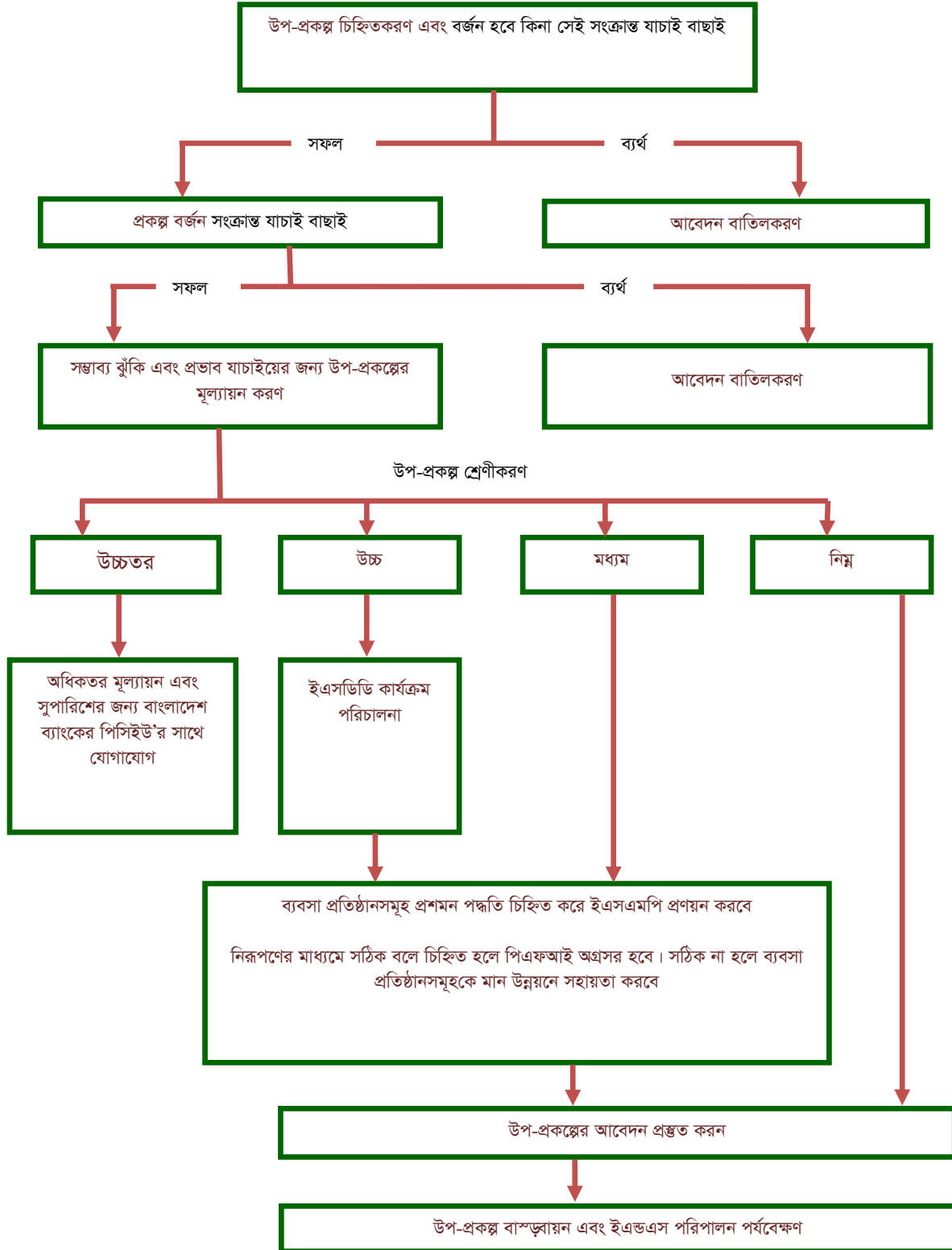
- ক. ইএসএমএফ একীভূতকরণসহ এফএসএসপি'র কর্ম প্রক্রিয়া
- খ. প্রকল্পের আওতায় অযোগ্য ক্রিয়াকলাপের তালিকা
- গ. ই ও এস ঝুঁকি নির্ধারণ

৬.২ যাচাই বাছাই এবং শ্রেণীবদ্ধকরণ:

পরিবেশগত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে যাচাই বাছাই যার মাধ্যমে যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে চার শ্রেণীর এক শ্রেণীতে (উচ্চতর, উচ্চ, মাঝারি বা নিম্ন) শ্রেণীভুক্ত করা হবে। তবে তার আগে প্রকল্পের বর্জন তালিকা অনুযায়ী মূল্যায়ন করে উপ-প্রকল্পের যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

শ্রেণীভুক্তকরণের ভিত্তিতে ই ও এস মূল্যায়নের (যদি লাগে) প্রকৃতি নির্ধারণ করা হবে এবং প্রশমন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হবে যেটি ছাড়া এই কর্মকাণ্ডই বাতিল হয়ে যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রেণীকরণের মাধ্যমে বিরূপ প্রভাব এড়ানো কিংবা হ্রাস করা যায় এবং ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি এবং বিশেষজ্ঞও এড়ানো যায়। চিত্র ৬.১ এ বাছাইকরণের এবং শ্রেণীকরণের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

পিএফআই'র ই ও এস সমন্বয়কারী ঋণগ্রহীতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ই ও এস যাচাই ফর্ম (সংযুক্তি-৪) পূরণ করবে। সংযুক্তি-২ এ ই ও এস পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের জন্য ই ও এস বাছাইয়ের দিকনির্দেশনা দেয়া আছে।



চিত্র ৬.১: বাছাইকরণের এবং শ্রেণীকরণের পদ্ধতি

৬.৩ "নিম্ন" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন:

যদি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ কম ঝুঁকিপূর্ণ কিংবা সামান্য হয় তাহলে সেটিকে "নিম্ন" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে শ্রেণীভুক্ত করা হবে এবং এই জন্য কোন পরিবেশগত পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন হবে না। তবে সুরক্ষা সংক্রান্ত যাচাই বাছাইয়ের ফলাফল কর্মকাণ্ডের দলিলাদির সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। এছাড়াও, পিএফআই-গুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে, যেকোন পরিবেশগত অথবা/এবং সামাজিক প্রভাব তৈরী হতে পারে এমন কর্মকাণ্ডসমূহের অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণসহ এই সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় শর্তাবলী এই সকল কর্মকাণ্ডে মেনে চলা হয়েছে।

৬.৪ "মধ্যম" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন:

"মধ্যম" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডগুলিতে সৃষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ নিয়ন্ত্রণযোগ্য, স্থান-নির্দিষ্ট, প্রতিস্থাপনযোগ্য এবং প্রতিষ্ঠিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিংবা যেকোন সূষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমেই এর সমাধান করা যায়। পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এইসকল ঝুঁকিসমূহের সুরাহা করতে হবে।

একটি ইএসএমপি'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- উপ-প্রকল্পে সম্ভাব্য সেরা কিংবা গ্রহণযোগ্য পরিবেশগত ও সামাজিক পদক্ষেপের প্রয়োগ
- পরিবেশগত ও সামাজিক বিধান পরিপালন
- উপ-প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি প্রশমিত করার ব্যবস্থা
- একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাসহ পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা

সংযুক্তি-৫ এ নির্দেশিকাসহ ইএসএমপি'র নমুনা দেয়া আছে। সাধারণতঃ যেসব প্রকল্পে একটি কিংবা অল্প কিছু প্রভাব রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত ইএসএমপি-ই যথেষ্ট। তবে ইএসএমপি-তে ন্যূনতম অন্ততঃ একটি প্রশমন পরিকল্পনা গঠিত থাকতে হবে।

এই ইএসএমপি ঋণগ্রহীতার প্রস্তাবিত আবেদন সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য একটি জরুরি উপাদান এবং পরিবেশগত ও সামাজিক পর্যালোচনার জন্য এটি বিবেচনা করা হবে।

৬.৫ "উচ্চ" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন:

"উচ্চ" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সৃষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ বিবেচ্য, স্থান-নির্দিষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে কিংবা যেকোন সূষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমেই এর সমাধান করা যায়।

যদি কোন উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে সংশোধিত পরিবেশ ছাড়পত্র (ইসি) নেয়ার দরকার হয় কিংবা ইসিএ'র আওতায় ইআইএ রিপোর্ট প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে পিএফআই ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য অগ্রসর হতে পারে, তবে পরিবেশ ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা পিসিইউ কর্তৃক ইআইএ পর্যালোচনা ও অনুমোদন না করা পর্যন্ত (ঋণগ্রহীতার পূর্বে প্রদত্ত সম্মতি অনুযায়ী) এবং ঋণগ্রহীতার ইআইএ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের ইসি এবং অনুমোদনপত্র না প্রদান করা পর্যন্ত ঋণের কোন অর্থ ছাড় করা হবে না।

এই শ্রেণীর যেসব প্রকল্পের সংশোধিত পরিবেশ ছাড়পত্রের দরকার হয় না কিংবা ইআইএ সম্পন্ন করতে হয় না, সেসব ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের উপর এবং সেই সাথে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার উপর (যেখানে মূলতঃ নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়) একটি যথোপযুক্ত পরিবেশগত ও সামাজিক নীতি পরিপালন (ইএসডিডি) সংক্রান্ত নিরীক্ষা করা যেতে পারে:

- ক. বিদ্যমান শর্তাবলীর পরিপালন এবং প্রাসংগিক পরিবেশগত, পেশাগত, স্বাস্থ্যগত এবং নিরাপত্তাজনিত কর্মকাণ্ড, প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যা সহ সামাজিক রীতিনীতি এবং বিশ্বব্যাপকের প্রয়োজ্য সুরক্ষানীতি (সেকশন-২ অনুযায়ী) ইত্যাদির আলোকে কর্মপরিবেশ ও শ্রমবিষয়ক মূল্যায়ন; এবং
- খ. অতীতের, চলমান কিংবা প্রস্তাবিত কোন কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত এবং/অথবা সামাজিক প্রভাবের ধরণ এবং মাত্রা। নিরীক্ষা কিংবা পর্যালোচনার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সম্ভাব্য প্রভাব এবং কর্মকাণ্ডের ধরন অনুযায়ী হওয়া উচিত।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

স্বাধীন পরামর্শক দ্বারা ইএসডিডি সম্পন্ন করা উচিত। সংযুক্তি-৮ এ ইএসডিডিএ সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা জন্য টিওআর উপস্থাপন করা হয়েছে। যথাযথ পরিপালন কর্মকাণ্ড শেষে প্রাপ্ত তথ্য, ফলাফল, সিদ্ধান্ত এবং সুপারিশ ঐ রিপোর্টে উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তাবিত বিনিয়োগের আর্থিক সমাপ্তি টানা পর্যন্ত যে পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা উচিত তা সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইএসডিডিএ'র মাধ্যমে চলমান বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডে কিংবা প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের নতুন বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ডে যদি কোন নেতিবাচক কিছু নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় তবে একটি সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা (সিএপি) প্রণয়ন করা হবে। নিরীক্ষার ভিত্তিতে চিহ্নিত প্রভাবসমূহ নিষ্পত্তির জন্য উক্ত কর্ম পরিকল্পনায় একটি ইএসএমপি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য বলা হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, সিএপি-তে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি, সম্ভাব্য প্রভাব, প্রশমন ব্যবস্থা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ঋণ প্রস্তাবের সাথে সিএপি সংযুক্ত করা দিতে হবে।

৬.৬ "উচ্চতর" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন:

"উচ্চতর" ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সৃষ্ট পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবসমূহ তীব্র প্রতিকূল হয় যেগুলো কি না সংবেদনশীল, বহুমুখী বা অভূতপূর্ব হয় এবং যার প্রভাব প্রকল্পের দৃশ্যমান সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

এই ধরনের উপ-প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন (ইএসএ) প্রয়োজন হতে পারে। জাতীয় নীতি এবং বিশ্বব্যাংকের নীতি অনুযায়ী প্রকল্পের ইএসএ'র ব্যাপ্তি এবং ধরণ কেমন হবে জিবিসিএসআরডি তা নির্ধারণ করে দিবে। প্রযোজ্য ইএসএ কিংবা সুরক্ষার হাতিয়ার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ছাড়পত্রসমূহ এবং অনুমোদন পাওয়ার জন্য জিবিসিএসআরডি প্রক্রিয়া, সময়সীমা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং তা কার্যকর করার জন্য ঋণগ্রহীতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

যদি ঋণগ্রহীতা ইএসএ'র শর্তাবলী মেনে না চলে তবে প্রকল্পের সেই উপপ্রকল্পটি অর্থায়নের জন্য অযোগ্য হয়ে যাবে।

৭.০ পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন

গ্রাহক, পিএফআই সমূহ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন পদ্ধতিসমূহ ।

৭.১ গ্রাহক কর্তৃক ইওএস অগ্রগতির প্রতিবেদন

গ্রাহক ইওএস পরিপালনের উপর একটি অর্ধ বার্ষিক ইওএস পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ সংশ্লিষ্ট পিএফআই এর কাছে দাখিল করবে । প্রতিবেদনটি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

- সংশ্লিষ্ট ইওএস অনুমতি ,লাইসেন্স,অনুমতি ইত্যাদির প্রদানের তারিখ ও মেয়াদকালের হাল/অবস্থা । এসকল অনুমতি ,লাইসেন্স,অনুমতি ইত্যাদিও ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তসমূহও অন্তর্ভুক্ত হবে ।
- প্রশমনের উপায়সমূহ ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের উপর সিএসপি/ইএসএমপি'র (ইএসএমপি-তে উদ্ধৃত পরিবর্তনসমূহ, যেখানে ওয়ারেন্টিকৃত) বাস্তবায়নের হাল/অবস্থা ।
- অসন্তোষ নিরসনে নথিভুক্তির তারিখ, জড়িত প্রতিষ্ঠানের নাম, সহকারে শ্রমিক, স্থানীয় সম্প্রদায় অথবা অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের হতে গৃহীত অভিযোগসমূহ, ক্ষোভ, বা প্রতিবাদসমূহের অসন্তোষ প্রতিকারের প্রক্রিয়া ; কোন অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ অথবা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত বিষয়সমূহ ।
- পিএফআই-কে সচেতন হতে হবে এমন অন্য যে কোন তথ্য । এ বিষয়টি দক্ষতা ও পরিবেশ-বান্ধব প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিবেশগত বিষয়সমূহ, ইতিবাচক মিডিয়া বা এনজিও মনোযোগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উদ্যোগসমূহ বা খরচ বাঁচানোর সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

৭.২ পিএফআই কর্তৃক পোর্টফোলিও'র পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান

পিএফআইসমূহ সাভাবিক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সকল সাব-প্রজেক্টের ঋণ চুক্তিপত্রে (ইএমপি, সিএপি, অঙ্গীকারসমূহ ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করা ইওএস সংক্রান্ত দায়িত্ব-কর্তব্য পরিপালন নিশ্চিতকরণার্থে নিজ দপ্তরে বসে বা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে । গ্রাহক দ্বারা প্রস্তুতকৃত ইওএস অগ্রগতির প্রতিবেদন এই পর্যালোচনার অংশ তৈরী করবে । এ প্রসঙ্গে পিএফআইসমূহ সংশ্লিষ্ট ইওএস পরিপালন ও বলবৎকরণ কর্তৃপক্ষগুলোর সাথে যোগাযোগ করবে ।

পিএফআইসমূহ সাব-প্রজেক্ট ঋণ চুক্তিতে বিস্তারিতভাবে উক্ত জলবায়ুগত আবশ্যিক শর্তসমূহ সত্যাখ্যান করবে । আবশ্যিক শর্তসমূহ পূরণ না হলে পিএফআই পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে । পরিপালন ব্যর্থতার ব্যাপকতার ভিত্তিতে সংশোধনী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রাহককে সহযোগীতা করার জন্য পিএফআই বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে ।

পোর্টফোলিও তে নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যতীত সকল কারবারের ক্ষেত্রে পিএফআইসমূহ সিএপি_{এস} ও ইএসএমপি_{এস} সহ ইএসএম এর সাথে সঙ্গতি রেখে ইওএস এর প্রভাবসমূহের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করবে ।

শুরুর দিকে পিএফআইসমূহের সক্ষমতা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত বা সম্মতি অনুযায়ী উচ্চ ও সঙ্গতি সম্পন্ন শ্রেণীভুক্ত কারবারগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে জিবিএসআরডি পর্যালোচনা করবে । পরিমিত শ্রেণীভুক্ত কারবারগুলোর ক্ষেত্রে, প্রভাবসমূহের অনুপস্থিতি ও অনুমতি, লাইসেন্স ও অনুমোদনসমূহ সহ রাষ্ট্রীয় আইনের পরিপালন সত্যাখ্যান করার উদ্দেশ্যে পিএফআইসমূহ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে চেক কার্যক্রম পরিচালনা করবে ।

এছাড়াও , পোর্টফোলিও গ্রাহকসমূহের ইওএস পরিপ্রেক্ষিত এর উপর যে কোন নেতিবাচক মিডিয়া/ এনজিও বিচরণ/প্রতিবেদনগুলোর জন্য পিএফআইসমূহ মাসিক ভিত্তিতে স্ক্রীণ করবে, এবং সকল ফলাফলের রেকর্ডস ধারণ করবে ।

পিএফআইসমূহ তাদের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান রিপোর্টসমূহ ব্যবসায়িক গোপনীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংক, এবং অনুরোধের ভিত্তিতে অপরপক্ষসমূহের কাছেও প্রাপনীয় করবে ।

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা

বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য সম্মতি অনুযায়ী পিএফআইসমূহ পোর্টফোলিওর ইওএস কর্মক্ষমতার উপর নিম্নরূপে একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন তৈরী করবে :

- প্রতিবেদন সময়কালে অনুমোদিত সকল কারবারসমূহের তালিকা, ইওএস শ্রেণীবদ্ধকরণ দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ এবং ঋণ গ্রহণকারী সংস্থাগুলোর নাম ও অবস্থান;
- প্রতিবেদন সময়কালে অনুমোদিত উচ্চ ঝুঁকি শ্রেণী সাব-প্রজেক্টের জন্য ইওএস পরিমাপ প্রক্রিয়া ফলাফল সমূহ বা স্মারকলিপিসহ একটি সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন;
- প্রক্রিয়াধীন পূর্বপ্রত্যক্ষিত উচ্চ ঝুঁকি শ্রেণী সাব-প্রজেক্টের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ।
- পিএফআই অন্তর্ভুক্ত কারবারগুলোতে কোন পরিবর্তনসহ (যেমন-কমী, পদ্ধতি) কাঠাম-গঠন কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ এবং
- বিশ্বব্যাংকের গ্রুপ অংশগ্রহণসহ পিএফআইসমূহের খ্যাতি ও ঋণ ঝুঁকি তৈরী করতে পারে এরূপ পিএফআই এর মনোযোগে আসা পোর্টফোলিও গ্রাহকসমূহের ইওএস পরিপ্রেক্ষিতে এর উপর যে কোন নেতিবাচক মিডিয়া/ এনজিও বিচরণ/প্রতিবেদনগুলোর বিস্তারিত ।
- পিএফআইসমূহ ইওএস কারণসমূহের জন্য নন-পারফরমিং ঋণসমূহের আংশিক বা পূর্ণ একটি ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখবে । বিলম্বে পরিশোধের বিবিধ কারণসমূহের মধ্যে একটি হিসাবে গ্রাহক যদি ইওএস নিয়ামকসমূহকে উল্লেখ করে তবে তা ডাটাবেজে চিহ্নিত করতে হবে ।

৭.৩ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইওএস নিরীক্ষণ ও রিপোর্ট

আইইএসএমএ নিয়মিত পিএফআইসমূহ দ্বারা প্রস্তুতকৃত গ্রাহকের পর্যবেক্ষণ ও অধীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং যখন অপারেশনাল সাব-প্রজেক্টসমূহের কোন ইওএস ইস্যু থাকবে তখন প্রয়োজন মোতাবেক পিএফআইসমূহকে সহযোগিতা প্রদান করবে । আইইএসএমএ এই পর্যালোচনার উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জিবিসিএসআরডি'র কাছে রিপোর্ট করবে ।

প্রতিবছর বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে আইইএসএমএ মোট গ্রাহকসংখ্যার ২০% আচ্ছাদন করে এরূপ একটি ইওএস পরিপালন ও কর্মক্ষমতা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে । আইইএসএমএ-কে এফএসএসপি'র সাব-প্রজেক্টসমূহের একটি তালিকা প্রদান করা হবে, এবং নিরীক্ষার জন্য এফএসএসপি দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সাব-প্রজেক্টসমূহ নির্বাচিত করবে, যা সকল সেক্টর, নকশাসহ সাব-প্রজেক্ট চক্রের বিভিন্ন পর্যায়সমূহ, বাস্তবায়নাধীন, এবং সমাপ্ত পর্যায়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত হবে । পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা নিজ দপ্তরে বসে নিরীক্ষা/পর্যালোচনা এবং সরেজমিন নিরীক্ষা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে । ফলস্বরূপ, আইইএসএমএ কর্তৃক একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত হবে, জিবিসিএসআরডি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে, এবং পরবর্তীতে পিসিইউ'র কাছে উপস্থাপন করা হবে । অডিট রিপোর্টটি প্রতিকার, অনুসরণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হস্তক্ষেপের সহায়করূপে শেখার পাঠের জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রেরণ করা হবে ।

নির্বাচিত কিছু সাব-প্রজেক্টের সমাপনান্তে স্বাধীন পরামর্শক দ্বারা প্রজেক্টের বাস্তবায়ন ও ইওএস রক্ষাকবচসমূহ অনুধাবন করার জন্য একটি মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে । এই মূল্যায়ন হতে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ অবশ্যই পিএফআইসমূহকে জানাতে হবে এবং এফএসএসপি'র রক্ষাকবচসমূহের অভ্যাস উন্নয়নে ব্যবহার করতে হবে ।

৭.৪ অসন্তোষ নিরসনের পদ্ধতিসমূহ

কারবারসমূহের কারণে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিভাবে পিএফআইসমূহের কাছে কিভাবে তাদের উদ্বেগ ও অভিযোগসমূহ জানাবে সে বিষয়ে গ্রাহকসমূহ ঋণ আবেদনসমূহে সে পদ্ধতিসমূহের সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করবে । পিএফআইসমূহও পদ্ধতিসমূহের উন্নতিসাধন ও ব্যাখ্যা করবে যার মাধ্যমে শাখা অফিসমূহ উদ্বেগ ও অভিযোগসমূহ গ্রহণ ও মোকাবেলা করবে । স্থানীয় জনসাধারণ বা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত স্টেকহোল্ডারগণ যদি পিএফআই'র কাছে যৌক্তিক ও দায়িত্বপূর্ণ দাবীসমূহ স্থাপন করে যে, এফএসএসপি'র অংশ হিসাবে পিএফআই হতে গৃহীত ঋণ দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের, তাদের জীবিকাসমূহ, বা তাদের পরিবেশের ক্ষতিসাধন হচ্ছে, তাহলে পিএফআইসমূহ যৌক্তিক ও দায়িত্বপূর্ণভাবে উদ্বেগসমূহ মোকাবেলা করার জন্য গ্রাহকের সাথে কাজ করবে । পিএফআইসমূহ অনতিবিলম্বে এরূপ অভিযোগসমূহ পিসিইউ-তে রিপোর্ট করবে । এছাড়াও, পিএফআইসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোকে অবহিত করবে যে, গ্রাহকের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা অসন্তোষজনক হলে, দেশের বিশ্বব্যাংক অফিসের কর্মকর্তার কাছে তাদের অভিযোগসমূহ পৌঁছানোর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত দলগুলোর আছে ।

৮.০ জনমত যাচাই/পাবলিক পরামর্শ

এফএফএসপি এর নকশা প্রণয়নের সময় প্রকল্পের আওতায় কোন জমি অধিগ্রহণ বা জনসাধারণের স্থানান্তর (বাহ্যিক বা অর্থনৈতিক) অনুমোদিত হবে না। যদিও শিল্প এলাকা বা কারখানা পরিবেশে প্রকল্প পরিচালিত হবে, কোন আদিবাসী বা স্থানীয় জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হতে পারবে না। ধরে নেয়া যাক, এফএফএসপি তে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ তাদের কারখানার উন্নয়নের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করবে এবং উপপ্রকল্পের আওতায়। ইএন্ডএস (পরিবেশগত এবং সামাজিক) এ কোন তেমন বিরূপাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে না। উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের পরিশ্রমিতে জনমত যাচাই/পাবলিক পরামর্শ অত্যাবশ্যকীয়।

তবে “উচ্চ” ঝুঁকি শ্রেণীর আওতাধীন উপপ্রকল্পের জন্য জনমত যাচাই/পাবলিক পরামর্শ প্রয়োজন হবে, জনমত যাচাই/পাবলিক পরামর্শ জিবিএসআরডি গ্রাহকদের জন্যও একই পরামর্শ প্রদান করেছে। পরবর্তীতে প্রকল্প কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ এবং স্থানীয় এনজিও এর সাথে পরিবেশগত এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের বিষয়ে গ্রাহকগণ আলোচনা করবে এবং তাদের মতামতকে যথাযথ প্রাধান্য দিতে হবে। আলোচনার পূর্বেই আলোচনা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে এবং আলোচনার ভাষা জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য হতে হবে। এরূপ আলোচনার ফলাফল প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৯.০ ইএসএমএফ এর প্রসারণ/প্রচারণা পদ্ধতি

ইএসএমএফ এর প্রচারণার নিমিত্তে, বাংলাদেশ ব্যাংক ইএসএমএফ এর উপরে একটি পর্যালোচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডার যেমন, সরকারের প্রতিনিধিগণ, পিএফআই-সমূহ, প্রকল্পের প্রবক্তাগণ, বিভিন্ন শিল্প সমিতির প্রতিনিধিগণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিগণকে উক্ত আলোচনায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

ইএসএমএফ বাংলা ভাষায় অনূদিত হতে হবে এবং ইএসএমএফ এর বাংলা ও ইংরেজী উভয় সংস্করণ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (www.bangladesh-bank.org) এ প্রদর্শন করা হবে এবং বিশ্বব্যাংক এর ঢাকা অফিসে এবং ব্যাংক এর ইনফোশেপে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ইএসএমএফ এর মুদ্রিত সংস্করণ বাংলাদেশ ব্যাংকে এবং সম্ভাবনাময় পিএফআই’র নিকট পাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায়।

অনুরোধক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও ইএসএমএফ সংগ্রহ করা যাবে।

১০.০ প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সুরক্ষা ক্ষমতার উন্নয়ন

এফএফএসপি^৮ বিপুল সংখ্যক উপপ্রকল্পে অর্থায়নে প্রত্যাশা করে। এই সকল উপপ্রকল্পসমূহ অনেকগুলো পিএফআই এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। সুতরাং ইএসপিএফ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিএফআই সমূহের ক্ষমতা, এফএসএসপি এর সফলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অতএব, পর্যাপ্ত ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এফএসএসপি তে প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ/অর্থও বরাদ্দ রাখা অত্যাবশ্যক।

ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত রক্ষাকবচ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে “গ্রীণ ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালা” (Policy Guidelines for Green Banking) এর উপর প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর গাইড লাইন অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে বৃহদাকারে পরিবেশগত অথবা গ্রীণ ব্যাংকিং নীতিমালা ও কৌশল (যা ব্যাংকের পর্যদ বা অন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে বাধ্য করতে হবে এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কার্যাদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ব্যাংকসমূহকে তাদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের সময় একটি পৃথক গ্রীন ব্যাংকিং সেল বা ইউনিট স্থাপনের জন্য বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। উক্ত সেল এর দায়িত্ব ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত ইস্যু সমূহের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রতিপালন এবং মূল্যায়ন করা। ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ নির্বাহী উক্ত সেল এর প্রধান হবেন যিনি এই সংক্রান্ত সকল কাজের দেখভাল করবেন।

**বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা**

প্রজ্ঞাপনের ফলোআপ হিসাবে আর্থিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে তিন স্তরে পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা ২০১১ সালে শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তে শেষ হয়েছে। গ্রীন ব্যাংকিং এর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ এবং সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে, দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পদ ব্যবহার করা। সবুজ অর্থায়ন যা গ্রীন ব্যাংকিং এর অংশ, অর্থনীতিকে দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং নিম্ন-কার্বন উৎপাদিত শিল্পে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

গ্রীন ব্যাংকিং উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ব্যাংকসমূহ পরিবেশ রক্ষার্থে অর্থায়নে সচেতন হয়েছে। এটা স্বীকৃত যে, সীমিত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রীন ব্যাংকিং বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। ইএন্ডএস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের ইচ্ছায় অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এবং শিল্প বিশেষজ্ঞগণ ব্যাংকারদের জন্য ইএন্ডএস নীতিমালা এবং সেক্টরভিত্তিক গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে ও পরিবেশ, সামাজিক এবং শ্রম আইন পালনে শিল্পক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের বাধ্য করাতে ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে।

ইআরএমজি চলাকালীন বিবেচনা করা হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য বহির্গত বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষকগণের সহায়তায় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের অভ্যন্তরীণ দলের ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

তবে এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিজস্ব ক্ষমতার উন্নয়ন করতে হবে মর্মে ধারণা করা হচ্ছে। এটাও স্বীকার করতে হবে যে, যে সকল স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ইআরএমজি এর বিভিন্ন দিক বাস্তবায়নে ব্যাংক সমূহকে সহায়তা করেছে তাদের নতুন যন্ত্রপাতি এবং নতুন ধ্যান ধারণার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উপরোক্ত পেক্ষাপট বিবেচনায়, ইএন্ডএস ইস্যু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক টিম এবং পিএফআই সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এফএসএসপি তে স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপরে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, যেন পিএফআই-সমূহ কর্তৃক ইএন্ডএস ইস্যুগুলোর সর্বোত্তম মূল্যায়ন হয় এবং ইএন্ডএস মূল্যায়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইএন্ডএস ইস্যু সম্পর্কিত ঝুঁকি মূল্যায়ন, নিরসন এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

যেহেতু ইএন্ডএস এর প্রশমন ব্যবস্থা গ্রাহকগণ কর্তৃক করা হয়, সেক্ষেত্রে অর্থায়নের মাধ্যমে ইএন্ডএস এর লক্ষ্য অর্জনে গ্রাহকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধরে নেয়া হয়, স্বতন্ত্র পরামর্শক ইএসডিডি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় शामिल হবেন এবং গ্রাহক কর্তৃক ইআইএ বাস্তবায়ন (এইচ-১ শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের জন্য) সিএপি অথবা ইএমপি সমূহ (এইচ কিংবা এম শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের জন্য) প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান করবেন।

বিভিন্ন রকম দ্রষ্ট্রি বিচ্যুতির (উপরে বর্ণিত) কথা বিবেচনা করে, এফএসএসপি তে একটি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতা উন্নয়ন কর্মতৎপরতার প্রস্তাব করা হয়েছে। টার্গেট গ্রুপ এবং কর্মসূচীর নিবিড়তার উল্লেখসহ প্রস্তাবিত কর্মতৎপরতার একটি ছক নীচে সন্নিবেশিত হল।

#	ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যকলাপ	যাদের জন্য প্রযোজ্য				কার্যকলাপের হার
		বাংলাদেশ ব্যাংক	অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান	প্রকল্প প্রবক্তা	স্বতন্ত্র ইএন্ডএস পরামর্শক	
১	ইএসএমএফ এর উপর সূচনা অনুষ্ঠান	√	√	√	√	বছরে দুই বার
২	বিনিয়োগে ইএন্ডএস সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা	√	√			বছরে এক বার
৩	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন		√	√	√	বছরে এক বার
৪	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদন		√	√		বছরে দুই বার
৫	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তদারকি	√				বছরে এক বার
৬	পরিবেশগত ঝুঁকি প্রশমন জন্য প্রযুক্তিগত সমাধান খোঁজা	√	√			বছরে এক বার

বাংলাদেশ : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প
[ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট (এফএসএসপি)]

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
(ইএসএমএফ-এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট
ফ্রেমওয়ার্ক)

সংযোজনীসমূহ

সূচীপত্রঃ

সংযোজনী ১: এফএসএসপি'র আওতা বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের তালিকা :	২
সংযোজনী ২: ইউএস জুনিং এর পথনির্দেশন	৩
সংযোজনী ৩ : ইউএসএস এর ধারা অনুসারে ঋণ আবেদনের নমুনা	৫
সংযোজনী ৪: পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইয়ের ফর্ম	৬
সংযোজনী ৫: ইউএসএস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সামগ্রিকভাবে যোগ্য বিন্যাস পদ্ধতি	৮
সংযোজনী ৬ : ইউএসএস (পরিবেশগত ও সামাজিক) পরামর্শক নিয়োগের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর (টিওআর-টার্মস অব রেফারেন্স) নমুনা	৯
সংযোজনী ৭: স্বতন্ত্র ইউএসএস (পরিবেশগত ও সামাজিক) পর্যবেক্ষক এজেন্সী (আইইএসএমএ) নিয়োগের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর (টিওআর-টার্মস অব রেফারেন্স) নমুনা	১০
সংযোজনী ৮: ইউএসডিডি পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বাধীন পরামর্শক নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী (টিওআর-টার্মস অব রেফারেন্স) এর নমুনা	১১

সংযোজনী ১: এফএসএসপি'র আওতা বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের তালিকা :

নিম্নোক্ত কোন কর্মকাণ্ডে এফএসএসপি'র অর্থায়নে বিনিয়োগ করা হবে না:

- এই দেশে বিদ্যমান আইন বা নীতিমালা, অথবা আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতায় বিবেচিত অবৈধ পণ্য কিংবা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত কোন কিছু যেমন, ফার্মাসিউটিক্যালস, কটনশাক/তৃণশাক ওজোনস্তরে ক্ষতি করে এমন কিছু, পিসিবি, বন্যজীবন বা সিআইটিইএস'র অধীনে নিয়ন্ত্রিত পণ্যেও উৎপাদন বা বাণিজ্য।
- অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎপাদন বা বাণিজ্য।
- বিয়ার এবং ওয়াইন বাদে আর সকল মদ্যপানীয়ের উৎপাদন বা বাণিজ্য।
- তামাক জাতীয় পণ্যের উৎপাদন বা বাণিজ্য।
- জুয়া, ক্যাসিনো এবং এইরকম কার্যকলাপ।
- তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপাদন বা বাণিজ্য। তবে চিকিৎসা সরঞ্জাম, মান নিয়ন্ত্রণ (পরিমাপ) সরঞ্জাম অথবা পর্যাপ্তরূপে সুরক্ষিত তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন সরঞ্জাম বা অল্প তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন কোন সরঞ্জাম ত্রয়ের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।
- উন্মুক্ত অ্যাসবেসটস ফাইবারের উৎপাদন বা বাণিজ্য। তবে, আবদ্ধ অবস্থায় ২০% এর কম পরিমাণ অ্যাসবেসটস সমৃদ্ধ সিমেন্ট ত্রয় বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না।
- ২.৫ কিমি এর বেশী দীর্ঘ কারেন্ট জাল ব্যবহার করে সামুদ্রিক পরিবেশে মাছ ধরা।

সংযোজনী ২: ইওএস ক্রীনিং এর পথনির্দেশন

(এই পথনির্দেশনটি ইএসএমএফ এর ধারা-৬ এবং পরিশিষ্ট ৪ঃ জলবায়ুগত ও সামাজিক ক্রীনিং ফরম এর সাথে পড়তে হবে ।)

এই ক্রীনিং পদ্ধতিটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে :

- প্রকল্পের জন্য জলবায়ুগত শ্রেণী নির্ধারিত করা ।
- ইনভারনমেন্টাল ডিউ ডিলিজেন্স (ইডিডি) , ইনিশিয়াল ইনভারনমেন্টাল এস্সজামিনেশন (আইইই), ইনভারনমেন্টাল ইমপেক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ), কারেক্টিভ একশন প্ল্যান (সিএসপি) অথবা ইনভারনমেন্টাল এন্ড সোস্যাল ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এর জন্য শর্তাবলীসমূহ চূড়ান্তকরণ ।

ইওএস ক্রীনিং এর প্রতি পথনির্দেশন	সূত্র
সম্ভাব্য গ্রাহক দ্বারা প্রাপ্তব্য সাব-প্রজেক্টের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইসিআর-৯৭ অনুসারে পিএফআই শিল্পের শ্রেণী নির্ধারণ করবে । শিল্পটি এফএসএসপি অব্যাহতি তালিকা লঙ্ঘন করে না তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেও প্রজেক্টের উপযুক্ততা নির্ধারিত হবে ।	ধারা ৫.২.১ ও পরিশিষ্ট ১
পিএফআই এর পর নিশ্চিত করবে যে সম্ভাব্য গ্রাহক কর্তৃক এফএসএসপি নির্দিষ্ট অব্যাহতিসমূহ (ধারা ৫.২.২) লঙ্ঘিত হচ্ছে না । ইহা কারখানা/প্রতিষ্ঠানটি শিল্পাঞ্চলে বা কারখানা পরিবেশ ^১ অবস্থিত এবং কোন জমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই এবং জনসাধারণের স্থানচ্যুতি ঘটে নাই তার প্রমাণ অন্তর্ভুক্ত করবে । যে কোন প্রস্তাবিত সাব-প্রজেক্ট উপরোক্ত বিষয়ে অনুবর্তী না হলে পরবর্তী কোন বিশেষীকরণ ছাড়াই বাতিল হবে । তথ্য জানা না থাকলে প্রস্তাব বিবেচনা করার পূর্বে অতিরিক্ত তথ্যও প্রয়োজন হবে ।	ধারা ৫.২.২ এবং জলবায়ুগত ও সামাজিক ক্রীনিং ফরম এর কিউ ১ থেকে ৪ (পরিশিষ্ট ৪)
সাব-প্রজেক্টের উপযুক্ততা নির্ধারিত হয়ে গেলে , বিদ্যমান শিল্পের পরিচালনাসমূহ হতে সাব-প্রজেক্টের কর্মকান্ড পুরোপুরি ভিন্ন হলে পিএফআই তা প্রমাণ করবে । ভিন্নতর হলে, পিএফআই ধারণা করার লক্ষ্যে পরিমাপ করবে যে প্রস্তাবিত সাব-প্রজেক্টের কর্মকান্ডসমূহ : <ul style="list-style-type: none"> • ব্যাপকভাবে স্থানীয় বায়ুর গুণমান, শব্দ মাত্রাসমূহের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণ, বিপজ্জনক বর্জ্য তৈরী এবং জনসাধারণের উপদ্রবের কারণ হতে পারে । • ভূমি ব্যবহার, প্রাকৃতিক নিক্ষেপনের স্থায়ী পরিবর্তন বা আবাস ধ্বংস করতে পারে । • এখন পর্যন্ত অজানা বিরূপ ফলাফল তৈরী করতে পারে । <p>সাব-প্রজেক্টের জন্য উপরোক্ত পরিস্থিতির কোন একটির সম্ভাবনা পাওয়া গেলে, সাব-প্রজেক্টটি উচ্চ ঝুঁকির কারবার হিসাবে বিবেচিত হবে । এরূপ সাব-প্রজেক্টসমূহের ইএন্ডএস এ্যাসেসমেন্টের (ইএসএ) প্রয়োজন হতে পারে ।</p> <p>উচ্চ ঝুঁকির কারবারসমূহের সাথে আচরণের উপায় নিম্নের বিভাগ ৬.৬ এ প্রদত্ত হলো ।</p>	জলবায়ুগত ও সামাজিক ক্রীনিং ফরম এর কিউ ৫ থেকে ৭ (পরিশিষ্ট ৪)
পিএফআই এর পর প্রয়োগযোগ্য পরিচালনা অনুমতিসমূহ , লাইসেন্সসমূহ, অনুমোদনসমূহ ইত্যাদি চেক করবে । এটি করতে যায়ে পিএফআই নিশ্চিত করবে যে এগুলো প্রাপ্তব্য এবং বিদ্যমান শিল্প পরিচালনার জন্য বৈধ । <p>পরবর্তীতে , সাব-প্রজেক্টের প্রবর্তন/পরিচালনায় উৎপাদন ক্ষমতার এরূপ বৃদ্ধি ঘটবে যা অনুমতিসমূহ , লাইসেন্সসমূহ, এবং অনুমোদনসমূহের লঙ্ঘন ঘটাবে সে বিষয়টি পিএফআই চেক করবে ।</p> <p>তারপর, সাব-প্রজেক্টটি পানি নিঃসৃত ও বায়ু নিগর্মনসমূহ তৈরীতে সাহায্য করে কি না, ডিওই এর মানদণ্ডসমূহ অনুযায়ী পরিচালন নিশ্চিক করার লক্ষ্যে যার জন্য অতিরিক্ত জলবায়ুগত নিয়ন্ত্রণ উপায়গুলোর প্রয়োজন হবে সে বিষয়টি পিএফআই চেক করবে ।</p> <p>শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত জলবায়ুগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতাও (যেমনঃ জলবায়ুগত, শ্রমিক/</p>	জলবায়ুগত ও সামাজিক ক্রীনিং ফরম এর কিউ ৮ থেকে ১২ (পরিশিষ্ট ৪)

^১ কারখানা পরিবেশ বলতে বোঝায় এসব কারখানাসমূহ যা শিল্পাঞ্চলের বাইরে অবস্থিত কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতে কারখানা প্রস্তুত করার জন্য ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র ও স্থাপনা নির্মাণের অনুমতিসমূহ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে ।

ইওএস স্কীনিং এর প্রতি পথনির্দেশন	সূত্র
<p>গোষ্ঠী ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ক অমীমাংসিত আইনী প্রক্রিয়াসমূহ) পরিমাপ করতে হবে ।</p> <p>সাব-প্রজেক্টের জন্য উপরোক্ত পরিস্থিতির কোন একটির পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সাব-প্রজেক্টটি সঙ্গতি সম্পন্ন ঝুঁকি কারবার হিসাবে গণ্য হবে । এরূপ সাব-প্রজেক্টসমূহের ইওএস ডিউ ডিলিজেন্স (ইএসডিডি) নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে ।</p> <p>সঙ্গতি সম্পন্ন ঝুঁকির কারবারসমূহের সাথে আচরনের উপায় নিম্নের বিভাগ ৬.৫ এ প্রদত্ত হলো ।</p>	
<p>সাব-প্রজেক্টের কারণে পিএফআই পরর্তীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চেক করবে :</p> <ul style="list-style-type: none"> • অনুমতিসমূহ , লাইসেন্সসমূহ, অনুমোদনসমূহ ইত্যাদিতে শর্তযুক্ত অবস্থাসমূহের সাথে বিদ্যমান সুবিধা-সুযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য । • ইহার ক্রিয়াপ্রণালীর সময় বিপজ্জনক/ভয়ঙ্কর রাসায়নিক পদার্থসমূহের পরিচালনা । • স্বাস্থ্যগত বিপত্তিসমূহ বা আগুন বিপত্তির বৃদ্ধি । • সাব-প্রজেক্টের নির্মাণ কাজ বা ক্রিয়াপ্রণালী চালাকালীন আশেপাশের প্রতিবেশীদের ব্যাঘাত । • যে কোন ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদেও উপর প্রভাব । • বর্জ্য তৈরী করে যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান প্রয়োজন । • পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইলস (পিসিবি_{এস}) বা পারদ ধারণকারী যন্ত্রসমূহ প্রস্তুত করে । • এ্যাসবেস্টস ধারণকারী তৈরী সামগ্রীসমূহের অপসারণ । • কর্মীদের জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাবের দিকে ধাবিত করে । <p>স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ বা গোষ্ঠীসমূহ বা এনজিও সমূহ সুবিধা-সুযোগের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করলে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ।</p>	<p>জলবায়ুগত ও সামাজিক স্কীনিং ফরম এর কিউ ১৩ থেকে ২৪ (পরিশিষ্ট ৪)</p>
<p>সাব-প্রজেক্টের জন্য উপরোক্ত পরিস্থিতির কোন একটির পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সাব-প্রজেক্টটি মধ্য ঝুঁকি কারবার হিসাবে গণ্য হবে । এরূপ সাব-প্রজেক্টসমূহের ইওএস ডিউ ডিলিজেন্স (ইএসডিডি) নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে । এরূপ সাব-প্রজেক্টসমূহের অমিলসমূহ মোকাবেলা করার জন্য জলবায়ুগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এসএমপি) প্রস্তুত করতে হবে । প্রয়োজনে ইওএস অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।</p> <p>মধ্য ঝুঁকির কারবারসমূহের সাথে আচরনের উপায় নিম্নের বিভাগ ৬.৪ এ প্রদত্ত হলো ।</p>	
<p>উপরোক্ত পরিস্থিতির কোনটিই প্রযোজ্য না হলে সাব-প্রজেক্টটি নিম্ন ঝুঁকি কারবার হিসাবে গণ্য হবে ।</p> <p>নিম্ন ঝুঁকির কারবারসমূহের সাথে আচরনের উপায় নিম্নের বিভাগ ৬.৩ এ প্রদত্ত হলো ।</p>	

সংযোজনী ৩ : ইএন্ডএস এর ধারা অনুসারে ঋণ আবেদনের নমুনা

উপ-প্রকল্পের বিবরণ

(প্রকল্প প্রবক্তা দ্বারা পূরণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযুক্ত করুন)

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	:
ঠিকানা	:
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	:
ই-মেইল	:
টেলিফোন নং	:
উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:
উপ-প্রকল্পের অবস্থান	:
উপ-প্রকল্পের বিন্যাস	:
উপ-প্রকল্পের জমির মালিকানা	:
উপ-প্রকল্প এলাকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:
উপ-প্রকল্পের মূল কার্যক্রম	:
উপ-প্রকল্পের আনুমানিক খরচ (মিলিয়ন টাকায়)	:
বাস্তবায়ন সূচি	:
উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ	:
জীবিকার উপর কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তার বিবরণ	:

^২ মানুষের জনবসতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, খাল, বিল, পুকুর, নদী, উপযোগ পরিকাঠামো, মাঠ, সবুজ বনাঞ্চল ইত্যাদি।

সংযোজনী ৪: পরিবেশগত ও সামাজিক বাছাইয়ের ফর্ম

	উপপ্রকল্পের আইডি:				
	উপপ্রকল্পের নাম:				
	উপপ্রকল্পের অবস্থান:				
	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানার/প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকরণ	সবুজ	কমলা-এ	কমলা-বি	লাল

#		হ্যাঁ	ই	প্রযোজ্য নয়	নির্দেশনা
১	এই কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কোন উৎপাদন/কর্মকান্ড কি নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের তালিকাভুক্ত ?				প্রকল্পের বর্জন তালিকা অনুযায়ী
২	এই কারখানা/প্রতিষ্ঠান কি শিল্প এলাকা বা কারখানা পরিবেশের ^১ বাইরে অবস্থিত?				
৩	প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের অর্থায়নে কোন জমি অধিগ্রহণ হবে কি ?				
৪	প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের কারণে কি লোকজনের বাস্তুচ্যুতি (বাস্তুবিক কিংবা আর্থিক) ঘটবে কি ?				
৫	উপপ্রকল্পের কর্মকান্ড কি বিদ্যমান কর্মপ্রক্রিয়া থেকে এতটাই আলাদা যে তা কি স্থানীয় বায়ুর গুণ, শব্দের মাত্রা, অপরিচ্ছন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে কিংবা অত্র এলাকায় কোন উপদ্রব তৈরী করবে ?				
৬	উপপ্রকল্পের কর্মকান্ড কি বিদ্যমান কর্মপ্রক্রিয়া থেকে এতটাই আলাদা যে তা ভূমির ব্যবহার, প্রাকৃতিক নিষ্কাশন কিংবা আবাস ব্যবস্থায় স্থায়ী পরিবর্তন তৈরী করতে পারে ?				
৭	উপপ্রকল্পের কর্মকান্ড কি বিদ্যমান কর্মপ্রক্রিয়া থেকে এতটাই আলাদা যে তা অভূতপূর্ব প্রভাব তৈরী করবে ?				
৮	কোন কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সংক্রান্ত পারমিট, লাইসেন্স, অনুমোদন ইত্যাদির কোনটা কি হারিয়ে গেছে বা বৈধতা হারিয়েছে ?				
	যাচাইয়ের জন্য যেসব বিষয়ে অনুমতি লাগবে তা হচ্ছে:				
	প্রকল্প এলাকা সংক্রান্ত ছাড়পত্র				
	পরিবেশগত ছাড়পত্র				
	কারখানা পরিদর্শন বিভাগের কাজ করার লাইসেন্স এবং অনুমতি				
	ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র				
	নির্মাণ কাজের অনুমতি				
	অন্যান্য (যদি প্রয়োজন হয়)				
৯	উপরোক্ত পারমিট, লাইসেন্স কিংবা অনুমোদনের পরিপন্থী কোন উপপ্রকল্পের মাধ্যমে কি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ?				বিদ্যমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কি আইনানুযায়ী সংশোধিত ছাড়পত্র নিতে হবে?
	যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ-এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট) এর মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংশোধনের জন্য আবেদন করতে হবে কি ?				যদি হ্যাঁ হয়, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত টিওআর জমা দিতে হবে।
১০	এই উপপ্রকল্পের কারখানা থেকে কি ময়লা পানি নির্গত হবে যার কারণে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মান পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে ?				
১১	এই উপপ্রকল্প থেকে বায়ুকে দূষিত করে এমন কিছু কি নির্গত হবে যার কারণে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মান পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে ?				
১২	পরিবেশ বিষয়ক কোন ফি, দন্ড, অর্থদন্ড কিংবা অন্যান্য পরিবেশগত ও				

^১কারখানা পরিবেশ বলতে বুঝাবে সেইসব কারখানাকে যেগুলো শিল্পাঞ্চলের বাইরে অবস্থিত কিন্তু কারখানা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র (আঙ্গিনা কিংবা ভবনকে শিল্প সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্য) এবং সেই সাথে নির্মাণকাজের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি আছে।

#		হ্যাঁ	হা	প্রযোজ্য নয়	নির্দেশনা
	সামাজিক দায়-দেনা (যথা- পরিবেশগত, শ্রমিক কিংবা জনসম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিচারাধীন কোন বিষয়) রয়েছে কি না ?				
১৩	পারমিট, লাইসেন্স, অনুমোদন ইত্যাদির পূর্বনির্ধারিত শর্তাবলীর সাথে বর্তমান ব্যবস্থার পার্থক্য আছে কি ?				এসব শর্তাবলী সংক্রান্ত কোন প্রতিকারের জন্য যদি অর্থায়নের আবেদন করা হয় তবে তার বিস্তারিত সংযুক্তি হিসেবে দিতে হবে।
১৪	এই উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ডে কোন ঝুঁকিপূর্ণ/বিপজ্জনক রাসায়নিকের ব্যাপার জড়িত থাকবে কি ?				
১৫	এই উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ডে কি কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি করবে ?				
১৬	এই উপপ্রকল্পের কর্মকাণ্ডে কি অগ্নিজনিত কোন ঝুঁকি তৈরী করবে ?				এই সংক্রান্ত কোন ঝুঁকি থাকলে জরুরি অবস্থার ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত সংযুক্তি হিসেবে প্রদান করতে হবে।
১৭	উপপ্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা সংস্কার কার্যক্রমের ফলে আশেপাশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের/হাসপাতালের/আবাসিক এলাকার শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে কি ?				
১৮	এই সংস্কার কার্যক্রম কি দৃশ্যমান সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর কোন প্রভাব ফেলবে ?				দৃশ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ হতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা স্থাপত্য সংক্রান্ত কাঠামো, জাতীয় কিংবা ধর্মীয় কোন ভাস্কর্য।
১৯	এই উপপ্রকল্প কি এমন বর্জ্য উৎপাদন করবে যার ব্যবস্থাপনার জন্য অনুমোদিত এজেন্সির মাধ্যমে বিশেষ কোন পদক্ষেপ নিতে হবে ?				যথা: বিদ্যমান যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ক্ষেত্রে পুরাতন যন্ত্রপাতির কি ব্যবস্থা করা হবে ?
২০	পলিক্লোরিনেটেড বাইফেনিলস (পিসিবি) আছে এমন যন্ত্রপাতি কি সরানো হয়েছে ?				যথা: ট্রান্সফর্মার, ক্যাপাসিটর, হাইড্রলিক, তাপ স্থানান্তরের ব্যবস্থা ইত্যাদি
২১	অ্যাজবেন্স্টস আছে এমন নির্মাণ সামগ্রী কি সরিয়ে বা নষ্ট করে ফেলা হবে ?				
২২	পারদ আছে এমন যন্ত্রপাতি কি সরিয়ে বা নষ্ট করে ফেলা হবে ?				যথা: সুইচ, মাপার যন্ত্র, থার্মোস্ট্যাট ইত্যাদি
২৩	প্রকল্পের বিস্তারের কারণে শ্রমিকদের জীবনধারণে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে কি ?				যথা: মাত্রাতিরিক্ত শ্রম দেয়া
২৪	বর্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগণ বা গোষ্ঠী কিংবা কোন এনজিও কি কোন অভিযোগ উত্থাপন করেছে ?				

সংযোজনী ৫: ইএসএস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য সামগ্রিকভাবে যোগ্য বিন্যাস পদ্ধতি

ইএসএস ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি), প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক দ্বারা প্রস্তুতকৃত নির্দিষ্ট কার্যাবলীর রূপরেখা তুলে ধরে যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রত্যাশিত পরিবেশগত প্রভাব এড়াতে, প্রশমিত করতে বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারা যায়। ইএসএমপিএমনভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে করে তা পৃষ্ঠপোষক দ্বারা চিহ্নিত পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন কওে এবং প্রশমন এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার রূপরেখা প্রদান করে।

ইএসএমপি প্রস্তুতির জন্য একটি যোগ্য বিন্যাসপদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো।

ভূমিকা:	ইএমপির সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য এবং ইএসএমএফ'র সঙ্গে তার সংযোগসমূহ
উপ-প্রকল্পের বিবরণ:	উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ
চিহ্নিত সমস্যা:	ইএসএমএফ'র উপর ভিত্তি করে রক্ষাকবচ নীতির যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সনাক্তকৃত ঝুঁকির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান সাপেক্ষে এর সম্ভাব্য প্রভাব (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) যাচাই করা
প্রস্তুতকৃত প্রশমন পদক্ষেপ সমূহ:	প্রস্তুতকৃত প্রশমন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া এবং এটি কিভাবে ঝুঁকি উপশম করবে তা জানান

ইএসএমপি কার্যকলাপের পরিকল্পনা:

#	কার্যকলাপসমূহ*	কর্মক্ষমতা নির্দেশক	লক্ষ্যবস্তুসমূহ (সপ্তাহ-মাস-বছর)	প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদসমূহ#

*প্রশমন পদ্ধতির অংশ হিসাবে নিয়োজিত পদক্ষেপসমূহ

#অতিরিক্ত সম্পদ আর্থিক প্রয়োজনীয়তা, কায়িক শ্রম বা জনশক্তি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হতে পারে

বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	উপ-প্রকল্পের মধ্যে কিভাবে দায়িত্ব নির্ধারিত হবে, সময়সূচী বাস্তবায়ন করা হবে, খরচ অনুমান করা হবে, এবং কিভাবে উপ-প্রকল্পের একত্রিত করা হবে তার ব্যাখ্যা করা।
---------------------	--

নিরীক্ষণ পরিকল্পনা

#	কার্যকলাপ	কোন ধরনের বিশিষ্ট নিরীক্ষণ করা হয়?	কোন স্থানে বিশিষ্ট নিরীক্ষণ করা হয়?	কোন মাধ্যমে বিশিষ্ট নিরীক্ষণ করা হয়?	কোন সময়ে বিশিষ্ট নিরীক্ষণ করা হয়?	দায়িত্ব

পরামর্শ দান ও তথ্য প্রকাশ	<ul style="list-style-type: none"> প্রাসঙ্গিক হলে, উপ-প্রকল্প পর্যায়েই এমপিএ'র পরামর্শ কার্যক্রম ও অংশীদারদেও শঙ্কা ও মতামতের সারাংশ প্রদান করা হবে। যে অবস্থান এবং তারিখেই এমপিএ প্রদান করা হবে তা প্রকাশ করা হবে।
---------------------------	--

সংযোজনী ৬ : ইএন্ডএস (পরিবেশগত ও সামাজিক) পরামর্শক নিয়োগের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর (টিওআর-টার্মস অব রেফারেন্স) নমুনা

এটি নির্ধারিত শর্তাবলীর (টিওআর) নমুনা। ব্যবহারকারী প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে পারে।

সংযোজনী ৭: স্বতন্ত্র ইএন্ডএস (পরিবেশগত ও সামাজিক) পর্যবেক্ষক এজেন্সী
(আইইএসএমএ) নিয়োগের জন্য নির্ধারিত শর্তাবলীর (টিওআর-টার্মস অব রেফারেন্স) নমুনা

সংযোজনী ৮: ইএসডিডি পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বাধীন পরামর্শক নিয়োগের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী (টিওআর-টার্মস অব রেফারেন্স) এর নমুনা।

এই টিওআর-টি উদাহরণস্বরূপ। ব্যবহারকারী ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করতে পারে।

মূলত বাংলাদেশভিত্তিক (ব্যবসার ধরন) খাতের প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়নের উদ্দেশ্যে "পরিবেশগত ও সামাজিক যথাযথ পরিপালন (ইএসডিডি - এনভায়রনমেন্টাল এন্ড সোশ্যাল ডিউ ডিলিজেন্স)" মূল্যায়ন কাজ পরিচালনা করার জন্য (পিএফআই-এর নাম) এর একজন স্বাধীন পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ক পরামর্শক প্রয়োজন।

এই কর্ম সম্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে:

১. প্রকল্পের বিবরণ:

এই কোম্পানী (ব্যবসার ধরন) এর ব্যবসা করছে যেটি (বছর-সালের) গুরুত্ব থেকেই দ্রুত প্রসার লাভ করছে। কোম্পানী (জায়গার নাম) এ অবস্থিত। (এর প্রক্রিয়া বর্ণনার জন্য প্রয়োজন হলে আরো তথ্য যোগ করতে হবে।)

(পিএফআই-এর নাম) কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধির জন্য অর্থায়ন করার কথা বিবেচনা করছে। এছাড়াও, (পিএফআই-এর নাম) কোম্পানীর পরিবেশগত, সামাজিক এবং নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চায়।

২. উদ্দেশ্য

সেকশন-৩ এ সবিস্তারে বর্ণিত রূপরেখা (রেফারেন্স ফ্রেমওয়ার্ক) অনুযায়ী স্বাধীনভাবে প্রকল্পের মূল্যায়ন ও যাচাইয়ে সহায়তাকরণ, অর্থায়ন সিদ্ধান্তে সহায়তাকরণ, আদর্শমানের সাথে পরিপালনের তফাৎ চিহ্নিতকরণে সহায়তাকরণ, যথাযথ খরচ ও ইএসজি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় প্রশমন ও পরিপালন ব্যবস্থায় সহায়তাকরণ এবং ব্যবস্থাপনা/পর্যবেক্ষণের কাল নির্ধারণ করাই এই সকল সেবা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য।

৩. নির্ধারিত রূপরেখা (রেফারেন্স ফ্রেমওয়ার্ক):

"বাংলাদেশের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা (ইএসএমএফ) : আর্থিক খাত সহায়তাকরণ প্রকল্প (এফএসএসপি)" ই হচ্ছে এই প্রকল্পের নির্ধারিত রূপরেখা যেটি পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসমূহের সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে। ইএসডিডি পরিচালনার সময় বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষানীতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ইআরএম) মেনে চলতে হবে।

৪. দল

এই কর্মকান্ড পরিচালিত হবে যথোপযুক্ত, যোগ্য, স্বাধীন পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের অভিজ্ঞ(দের) দ্বারা যার (যাদের) এই অঞ্চলে এবং এই খাতের ইএন্ডএস বিষয়ে যাদের নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা আছে।

৫. প্রকল্পের কর্মপরিধি

- অনুচ্ছেদ ৩ এর কাঠামো অনুসারে সকল পরিবেশগত উপাদান ও সামাজিক দিক মূল্যায়ন করে প্রকল্পের কর্মপরিধি নীতিগতভাবে নির্ধারিত হবে।
- নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ প্রকল্প অনুসরণ করবে:
-
- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পের অনুচ্ছেদ ৩ এর কাঠামো কি পরিমাণ অনুসরণ করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- প্রযোজ্যতা বিবেচনায়, প্রাসঙ্গিক পরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তানীতি অনুশীলন, শ্রমমূল্যায়ন এবং লিঙ্গভিত্তিক বিষয়বলির মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থা ও কার্যক্রমের পরিপালন
- পরিপালনের স্বার্থে ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের মাঝে দূরত্ব শনাক্তকরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার সুপারিশ

- উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং পরিচালনা পদ্ধতির সুপারিশ
- একটি সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা বা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএসএমপি) প্রস্তুতি করা

৬. অনুসৃত পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ কোম্পানী কর্তৃক জরিপের প্রাথমিক কিছু প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের পূর্বেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। পরামর্শক/নিরীক্ষা দল প্রকল্প এলাকায় বিশদ পরিদর্শন করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরও সাক্ষাৎকার নিতে হবে। ঐ ব্যবসায় সম্পর্কে দক্ষতার সাথে ও পদ্ধতিগতভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে।

৭. প্রতিবেদন

নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল একটি প্রতিবেদনের (পিএফআই'র নামে) মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয়। প্রতিবেদনটি মাইক্রোসফট শব্দবিন্যাসের মাধ্যমে ইংরেজিতে প্রস্তুতকৃত হতে হবে এবং ২ পাতা সারাংশসহ কিন্তু কোন পরিশিষ্ট ব্যতীত সর্বাধিক ২০ হতে পারবে।

রিপোর্টে অত্যাবশ্যকীয় অন্ডরুজিসমূহ হচ্ছে:

- ২ পাতা সারাংশ
- উপসংহার এবং সুপারিশমালা
- আইনি প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত ঘাটতিসহ সকল প্রকার অসহযোগিতার পূর্ণাঙ্গ তালিকা
- পরবর্তী ধাপের জন্য পরিকল্পনা সূচি (সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা / পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা)

৮. সময়সীমা

লিখিত নির্দেশ প্রাপ্তির (১০) দিনের মধ্যে নির্ধারিত স্থানের মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে। নির্ধারিত স্থানের পরিদর্শন সমাপ্তির (৭) দিনের মধ্যে খসড়া প্রতিবেদনের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. পরামর্শকের পরিচিতি এবং প্রস্তুত সেবাসমূহ

ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিম্নলিখিত বিষয়ে স্বীকৃত অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়:

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কারখানার নিরীক্ষা;
- পরিবেশগত, পেশাগত, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শ্রম, এবং সামাজিক বিষয়ক;
- আলোচিত বিষয়ে প্রাসঙ্গিক দেশের প্রযোজ্য স্থানীয় ও জাতীয় নিয়মনীতির ব্যাপারে অভিজ্ঞতা;
- স্থানীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা।

প্রস্তুত সেবায় অন্ডরুজিসমূহঃ

- খরচের জন্য বিস্তারিত ব্যয়সহ প্রস্তুত সেবার জন্য মোট খরচ
- দিনের সংখ্যাসহ প্রকল্প এলাকায় নিরীক্ষা পরিচালনার আনুমানিক সময়
- যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তার রূপরেখা
- প্রযোজ্যতা বিবেচনায়, পরামর্শকদল নিরীক্ষা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে
- প্রাসঙ্গিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের তথ্য সংবলিত ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞদের জীবনবৃত্তান্ত

- প্রযোজ্যতা বিবেচনায়, স্থানীয় অংশীদারদের উপস্থাপনা
- প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞের মৌলিক তথ্য: নিয়োগকারী, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি
- বার্ষিক পরিচালিত মোট নিরীক্ষা সংখ্যাসহ এই নির্দিষ্ট প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়র তালিকা

সমস্ৰু খরচ বাংলাদেশী টাকায় উল্লিখিত থাকতে হবে এবং প্রস্ৰুবনাটি ৩ মাসের জন্য বৈধ থাকবে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (অবশ্যই শেষ দিনের আগে) প্রস্ৰুবনাটি (নাম/ইমেইল আইডি/ঠিকানা যেটি প্রযোজ্য) এর কাছে পাঠাতে হবে।